إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

পাক্ষিক আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

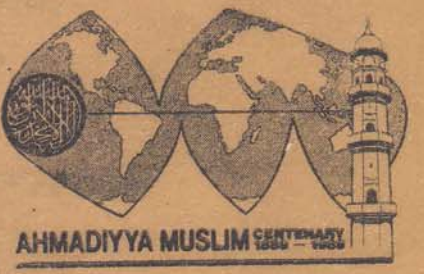

খেলাফত দিবস সংখ্যা

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ

আমি তোমাদিগকে সীমার ভিতরে থাকিয়া
উপকরণ বা উপায়াবলম্বন করিতে নিষেধ করি না;
কিন্তু যে খোদা উপকরণ প্রদান করিয়াছেন,
তাঁহাকে ভুলিয়া অন্যান্য জাতির অনুকরণে
শুধু পার্থিব উপকরণের উপর সম্পূর্ণ
নির্ভর করিতে আমি তোমাদিগকে
নিষেধ করি। —কিশ্‌তিয়ে নূহ্

নব পর্যায়ে ৪৩শ বর্ষ। ১ম ও ২য় সংখ্যা
২৫শে শাওয়াল ১৪০৯ হিঃ ।। ১৭ই জৈষ্ঠ, ১৩৯৬ বাংলা ।। ৩১শে মে, ১৯৮৯ইং

বার্ষিক চাঁদাঃ বাংলাদেশ ৪০·০০ টাকা ।। ভারত ৭২·০০ টাকা ।। অন্যান্য দেশ ৫ পাউণ্ড

সূচীপত্র

খেলাফত দিবস সংখ্যা

পাক্ষিক 'আহ্‌মদী' | ৩১শে মে, ১৯৮৯ | ৪৩শ বর্ষ : ১ম ও ২য় সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
তরজমাতুল কুরআন : (সংক্ষিপ্ত তফসীর সহ)	বাংলাদেশ আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়া কর্তৃক প্রকাশিতব্য কুরআন মজীদ থেকে উদ্ধৃত	১
হাদীস শরীফ :	অনুবাদ : মাওলানা সালেহ্‌ আহমদ	৩
অমৃতবাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) (আল্‌ ওসীয়্যত পুস্তক দ্রষ্টব্য)	৫
জুমু'আর খুৎবা :	হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (আইঃ) অনুবাদক : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	৭
ইমামে ওয়াক্ত (আইঃ)-এর একটি বিশেষ তাহরীক :	উপস্থাপনায় : জনাব ওবায়দুর রহমান ভূইয়া	১২
সংকল্প ও আমলের নতুন দিগন্ত :	মাওলানা সালেহ্‌ আহমদ	১৫
আহ্‌মদীয়াত ও টলষ্টয় :	জনাব কে, এম, মাহমুদুল হাসান	১৯
খেলাফত : একটি বরকতপূর্ণ সংগঠন :	মূল : মাওলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ অনুবাদ : জনাব মুহাম্মদ খলিলুর রহমান	২১
খোদ্দামের কথা :		২৭
ছোটদের পাতা :	উপস্থাপনায় 'নানা ভাই'	২৮
বিজ্ঞপ্তি :		২৯
সংবাদ :		৩০
সম্পাদকীয় :		৩৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায়ে ৪৩শ বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যা

৩১শে মে, ১৯৮৯ ইং : ৩১শে হিজরত, ১৩৬৮ হিঃ শামসী : ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ

কুরআন মজীদ

বঙ্গানুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর

সূরা আন্‌-নূর-২৪

৫৫। তুমি বল, 'তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং এই রসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও তাহা হইলে এই রসূলের উপর কেবল উহারই দায়িত্ব যাহা তাহাকে অর্পণ করা হইয়াছে এবং তোমাদের উপরে কেবল উহারই দায়িত্ব যাহা তোমাদিগকে অর্পণ করা হইয়াছে। যদি তোমরা তাহার আনুগত্য কর তাহা হইলে তোমরা হেদায়াত পাইবে। এবং এই রসূলের দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টভাবে (পয়গাম) পৌঁছাইয়া দেওয়া।

৫৬। তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্‌ তাহাদের সঙ্গে ওয়াদা করিয়াছেন যে, তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করিবেন যেভাবে তিনি তাহাদের পূর্ববর্তীগণকে খলীফা নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং অবশ্যই তিনি তাহাদের জন্য তাহাদের দীনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন যাহা তিনি তাহাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন, এবং তাহাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর উহাকে তিনি তাহাদের জন্য নিরাপত্তায় পরিবর্তন করিয়া দিবেন. তাহারা আমার ইবাদত করিবে, আমার সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করিবে না। এবং ইহার পর যাহারা অস্বীকার করিবে, তাহারা হইবে দুষ্কৃতকারী। *

৫৭। এবং তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও এবং এই রসূলের আনুগত্য কর যেন তোমাদের উপর দয়া করা যায়।

---

* যেহেতু খেলাফত সম্বন্ধে বিষয়বস্তুর ভূমিকাস্বরূপ এই আয়াত প্রস্তাবনা স্বরূপ, সেহেতু পূর্ববর্তী ৫২-৫৫ আয়াতগুলিতে আল্লাহ্‌ এবং তাঁহার রসূলের আনুগত্যের উপর বার বার জোর দেওয়া হইয়াছে। এই বৈশিষ্ট্য ইসলামে খলীফার অবস্থান এবং মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত

বহন করে। আয়াতটিতে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইয়াছে যে মুসলমানদিগকে আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব নেতৃত্বে অনুগৃহীত করা হইবে। এই প্রতিশ্রুতি সমগ্র মুসলিম জাতিকে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু খেলাফতের ভিত্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন বিশেষ এক স্বতন্ত্র ব্যক্তির মধ্যে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মানরূপে স্থাপিত হইবে, যিনি হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর উত্তরাধিকারী হইবেন এবং সমগ্র জাতির প্রতিনিধিত্বকারী হইবেন। খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ওয়াদা স্পষ্ট এবং সন্দেহাতীত। যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এখন মানবজাতির সর্বকালের জন্য একমাত্র পথনির্দেশক সে কারণেই তাঁহার খেলাফত যে কোন আকারে পৃথিবীতে কেয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে এবং অন্যান্য সকল খেলাফত অচল হইয়া যাইবে। অপর সকল নবীর উপর আঁ-হযরত (সাঃ)-এর এই সর্বোচ্চ বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক খেলাফত পরিলক্ষিত হইতেছে কেবল আহ্‌মদীয়া জামা'তের মধ্যে যাহা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মিক খলীফার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। (দেখুন 'দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী' পৃষ্ঠা ১৮৬৯-৯৮৭০)।

অমৃত বাণীর অবশিষ্টাংশ ৬-এর পাতার পর

ইহার পর সেই দিবস আসিতে পারে, যাহার জন্য চিরপ্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদের সেই খোদা প্রতিজ্ঞাপালনকারী, বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী। তিনি তোমাদিগকে সব কিছুই দেখাইবেন, যাহা তিনি অঙ্গীকার করিয়াছেন। যদিও বর্তমান যুগ শেষ যুগ এবং বহু বিপদাপদ আছে, যাহা অবতীর্ণ হইবার সময় এখন সমুপস্থিত, কিন্তু এ পৃথিবী সেই সময় পর্যন্ত কখনো লয় পাইবে না, যে পর্যন্ত সেই সমুদয় বিষয় পূর্ণ না হয়, যাহার সংবাদ খোদা দিয়েছেন। আমি খোদাতা'লার নিকট হইতে এক প্রকার কুদরত হিসাবে আবির্ভূত হইয়াছি। আমি খোদার মূর্তিমান কুদরত। আমার পর আরো কতিপয় ব্যক্তি হইবেন, যাঁহারা দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশ হইবেন। অতএব, তোমরা খোদার অপর কুদরতের অপেক্ষায় সমবেতভাবে দোয়া করিতে থাক। 'সালেহীন' সম্বলিত প্রত্যেক জামা'ত প্রত্যেক দেশে সমবেতভাবে প্রার্থনা করিতে থাকিবে, যেন দ্বিতীয় কুদরত আকাশ হইতে অবতীর্ণ হয়, এবং তোমাদিগকে দেখান হয় যে, তোমাদের খোদা অতি শক্তিমান খোদা। প্রত্যেকেই স্বীয় মৃত্যুকে সন্নিকট মনে করিও; তোমরা জান না যে, সেই মুহূর্ত কখন উপস্থিত হইবে।" (আল্ ওসীয়্যত পুস্তক দ্রষ্টব্য)

হাদিস শরীফ

হাদীস :

عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ماشاءالله ان تكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاءالله ان تكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون ملكا عاضا فتكون ماشاء الله ان تكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون ملكا جبرية فتكون ماشاءالله ان يكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت (احمد - بيهقى)

অর্থাৎ হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করেন হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন যে, তোমাদের মধ্যে নবুওয়াত ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌তা'লা চাইবেন, অতঃপর আল্লাহ্‌তা'লা উহা উঠিয়ে নিবেন এরপর নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং উহা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত খোদা চাহেন, অতঃপর আল্লাহ্‌তা'লা উহা উঠিয়ে নিবেন, তখন উৎপীড়নের (অকর্মণ্যের) রাজত্ব কায়েম হবে। উহা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌ চাহেন, অতঃপর আল্লাহ্‌তা'লা উহা উঠিয়ে নিবেন। তখন উহা অহংকার ও জবরদস্তিমূলক সাম্রাজ্যে পরিণত হবে এবং উহা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌ চাহেন, অতঃপর আল্লাহ্‌তা'লা উহা উঠিয়ে নিবেন. তখন নবুওয়াতের পদ্ধতিতে (অর্থাৎ মাহ্‌দী মাওউদ-এর আগমনের পর) পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে, অতঃপর হযরত আকদাস (সাঃ) নীরব হয়ে গেলেন। (আহমদ-বায়হাকী)

ما كانت نبوة قط الا تبعتها خلافة

অর্থাৎ প্রত্যেক নবুওয়াতের পর অবশ্যই খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(কান্‌যুল উম্মাল ও জামেউস সাগীর)

ব্যাখ্যা ঃ

হযরত রসূল করীম (সাঃ) আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে তাঁর উম্মতের ছবি আমাদের সামনে রেখে গেছেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে মুখবেরে সাদেক (সাঃ)-এর বর্ণনানুযায়ী হাদীসটি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর মৃত্যুর পর হযরত আবুবকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ) হযরত ওসমান (রাঃ) এবং হযরত আলী

(রাঃ) খলীফার মর্যাদায় ভূষিত হয়। এই চার খলীফাকে খুলাফায়ে রাশেদীন বলা হয়। এই চারজন খলীফার যুগ হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী خلافة على منهاج النبوة এর যুগ ছিল, এবং এ সময় ছিল ১১ হিজরী থেকে নিয়ে ৪১ হিজরী পর্যন্ত অর্থাৎ (৬৩৪ খৃঃ—৬৬১ খৃঃ)। তারপর হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যে রাজত্ব মুসলমানদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় তা হলো ملك عاض অর্থাৎ উৎপীড়ণ ও অকর্মণ্যের রাজত্ব। এ ছিলো উমাইয়া বংশধরদের রাজত্ব। এদের শাসন কাল ছিল ৬৬১ খৃঃ—৭৫০ খৃঃ পর্যন্ত। তারপর আসে, ملك جبرية এর যামানা এবং এ যুগকে আব্বাসীয় বংশধরদের যুগ বলা হয় এদের শাসনকাল ছিল ৭৫০ খৃঃ—১২৫৮ খৃঃ পর্যন্ত। খেলাফতে রাশেদার পর যে সমস্ত বংশধর দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ চালানো হয়, তারা ইসলামী রাষ্ট্রীয় সীমা বাড়িয়েছেন, তাদের যামানায় ইসলামী সাহিত্যের উন্নতি হয়েছে ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত বহু পুস্তকাদি প্রকাশিত হয়েছে, বিজ্ঞান নতুন দিগন্তের সৃষ্টি করেছে, বিশেষ করে তাদের যামানার মসজিদসমূহ, বড় বড় অট্টালিকা ও বাগানসমূহ আজও দুনিয়া আশ্চর্যের চোখে দেখে। কিন্তু তাদের এই পার্থিব উন্নতি তাদের আধ্যাত্মিক অবনতির দিকে নিয়ে যায়, তাদের ঐক্যকে বিনষ্ট করে দেয়, তাদেরকে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করে দেয়, খোদা ও রসূলের ভালবাসা, ভয়-ভীতি শেষ হয়ে যায়, শরীয়াতের উপর আমল উঠে যায়, শুরু হয় ধর্মের নামে হত্যাকাণ্ড, ধর্মের নামে ধ্বংসলীলা, শুরু হয় ধর্মকে নিয়ে ছেলে-খেলা এবং শেষ পর্যন্ত তাদের সমস্ত গৌরব ঐতিহ্য বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং পরাধীনতার শিকলে আবদ্ধ হয়ে লাঞ্ছিত হয় এ দুনিয়াতে এবং খোদার নিকটও। আজ সমগ্র দুনিয়াতে মুসলমানরা লাঞ্ছিত নির্যাতিত এবং নিপীড়িত, তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা আরও করুণ। তারা বিভিন্ন ফিরকায় বিভক্ত, বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত, ফতওয়াবাজীতে লিপ্ত, একে অপরের রক্তের জন্য পিপাসিত। দুঃখ, কষ্ট, দারিদ্র্য এ সকল ধরণের কুকর্মে লিপ্ত এই উম্মত যাকে خير امت বলা হয়েছে অর্থাৎ সর্বোত্তম জাতি। এই জাতি কি এই অধঃপতনেই পড়ে থাকবে? এই জাতি কি লাঞ্ছিত থাকবে? আল্লাহ্‌র রসূলের (সাঃ) পরের যামানার ভবিষ্যদ্বাণী যে ثم تكون خلافة على منهاج النبوة অর্থাৎ তখন নবুওয়াতের পদ্ধতিতে পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে, তা কি পূর্ণ হবে না? নিশ্চয় হবে এবং হয়েছেও। আল্লাহ্‌তা'লা, হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী (আঃ) দ্বারা ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ঐ খিলাফত জারি করেন। যার সম্বন্ধে হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলে গেছেন যে, নবুওয়াতের পদ্ধতিতে পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। আজ তাঁর চতুর্থ খলীফা মির্যা তাহের আহ্‌মদ সাহেব (আইঃ) আমাদের মধ্যে আছেন এবং এই খিলাফত হযরত রসূল করীম (সাঃ) এর হাদীসকে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করেছে।

মাওলানা সালেহ আহ্‌মদ, সদর মুরব্বী

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

আল্লাহতা'লার চিরাচরিত প্রথা এই, যে অবধি তিনি পৃথিবীতে মানব সৃষ্টি করিয়াছেন, তদবধি সর্বদাই তিনি এই নিয়ম পালন করিয়া আসিতেছেন যে, তিনি তাঁহার নবী ও রসূলগণকে সাহায্য করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগকে বিজয়মণ্ডিত করেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন :

كتب الله لا غلبن انا و رسلى -

অর্থাৎ, খোদাতা'লা এই বিধান করিয়াছেন যে, তিনি এবং তাঁহার নবী 'গালেব' থাকিবেন।" 'গালবা' শব্দের অর্থ এই যে, রসূল ও নবীগণ যেমন ইচ্ছা করেন যে খোদার 'হুজ্জত' বা অকাট্য যুক্তি পৃথিবীতে যেন পূর্ণভাবে কায়েম হয় এবং কেহই যেন ইহার সম্মুখীন হইতে সক্ষম না হয়, তদনুসারে খোদাতা'লা প্রবল 'নিদর্শনসমূহ' দ্বারা নবীগণের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করেন : এবং যে সাধুতা তাঁহারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চান, খোদাতা'লা তাহার বীজ তাঁহাদের হস্তেই বপন করেন ; কিন্তু তাহা তাঁহাদের হস্তে পূর্ণতা লাভ করে না, বরং এমন সময় তাঁহাদিগকে মৃত্যু প্রদান করা হয়, যখন বাহ্যিকভাবে এক প্রকার অকৃতকার্যতা-ব্যঞ্জক ভীতি বিদ্যমান থাকে এবং তিনি বিরুদ্ধবাদীদিগকে হাসি-ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস করিবার সুযোগ দেন। এইরূপে বিরুদ্ধবাদীগণ হাসি-ঠাট্টা করিলে পর খোদাতা'লা আবার তাঁহার শক্তির অপর দিক প্রকাশ করেন এবং এমন উপকরণ উৎপন্ন করেন, যদ্বারা সেই উদ্দেশ্যসমূহ— যাহা কতক অসম্পূর্ণ রহিয়াছিল, পূর্ণতা লাভ করে। বস্তুতঃ, খোদাতা'লা দুই প্রকার 'কুদরত' বা শক্তি ও মহিমা প্রকাশ করেন :— (১) প্রথমতঃ, নবীগণের যুগে তাঁহার শক্তির এক হস্ত প্রদর্শন করেন। (২) তারপর, অপর হস্ত এমন সময় প্রদর্শন করেন, যখন নবীর মৃত্যুর পর বহু বিপদাবলী উপস্থিত হয় এবং শত্রু শক্তি লাভ করিয়া মনে করিতে থাকে যে, এইবার (নবীর) কার্য ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। তখন তাহাদের এই প্রত্যয় হয় যে, এখন এই জামা'ত ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে, এবং এমন কি, জামা'তের লোকগণও চিন্তিত হইয়া পড়েন এবং তাহাদের কটিদেশ ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং কোন কোন দুর্ভাগা 'মুরতাদ' হইয়া

যায়। তখন খোদাতা'লা পুনরায় তাঁহার মহাশক্তি প্রকাশ করেন এবং পতনোন্মুখ জামা'তকে রক্ষা করেন। সুতরাং যাহারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্যাবলম্বন করে, তাহারা খোদাতা'লার এই 'মোজেযা' প্রত্যক্ষ করে, যেমন হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর সময় হইয়াছিল। তখন আঁ-হযরত (সাঃ -এর মৃত্যুকে এক প্রকার অকাল মৃত্যু মনে করা হইয়াছিল এবং বহু মরু-নিবাসী অজ্ঞলোক মুরতাদ হইয়া গিয়াছিল এবং সাহাবাগণও শোকাভিভূত হইয়া উন্মাদের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন খোদাতা'লা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে দণ্ডায়মান করিয়া পুনর্বার তাঁহার শক্তি ও কুদরতের দৃশ্য প্রদর্শন করেন এবং ইসলামকে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করেন, এবং সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন, যাহা তিনি বলিয়াছিলেন :

ليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم و ليبدلنهم من بعد خوفهم امنا -

অর্থাৎ, "ভয়ের পর আমি তাহাদিগকে আবার সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিব।" হযরত মূসা (আঃ)-এর সময়েও এমনি হইয়াছিল। হযরত মুসা (আঃ) পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে বনি-ইস্রাইলদিগকে গন্তব্য স্থানে উপনীত করিবার পূর্বেই মিসর হইতে কেনানের পথে মৃত্যু লাভ করিলে বনি-ইস্রাঈলগণের মধ্যে তাঁহার মৃত্যুতে শোক ও আর্তনাদ উপস্থিত হইয়াছিল। তওরাতে যেরূপ উল্লেখ আছে যে, বনি-ইস্রাঈলগণ এই অকাল মৃত্যুতে শোকাতুর হইয়া, হযরত মুসা (আঃ)-এর এই আকস্মিক বিচ্ছেদের ফলে চল্লিশ দিবস পর্যন্ত রোদন করিতেছিল, সেইরূপ ঘটনা হযরত ঈসা (আঃ)-এর সময়ও ঘটিয়াছিল এবং ক্রুশের ঘটনা কালে তাঁহার সকল শিষ্য বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাঁহাদের মধ্যে একজন ধর্মচ্যুতও হইয়াছিল।

সুতরাং, হে বন্ধুগণ, যেহেতু আদিকাল হইতে আল্লাহ্‌তা'লার এই বিধান রহিয়াছে যে, তিনি দুইটি শক্তি প্রদর্শন করেন, যেন বিরুদ্ধবাদীগণের দুইটি মিথ্যা উল্লাস ব্যর্থ করিয়া দেখান, এমতাবস্থায় এখন সম্ভবপর হইতে পারে না যে, খোদাতা'লা তাঁহার চিরন্তন নিয়ম পরিহার করিবেন। এজন্য আমি তোমাদিগকে যে কথা বলিয়াছি, তাহাতে তোমরা চিন্তাকুল হইও না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ তোমাদের পক্ষে দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন, এবং ইহার আগমন তোমাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ। কারণ, উহা স্থায়ী। উহার ধারাবাহিক শৃঙ্খল কেয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইবে না। সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসিতে পারে না, কিন্তু আমি যাওয়ার পর খোদা তোমাদের জন্য সেই 'দ্বিতীয় কুদরত' প্রেরণ করিবেন। তাহা চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকিবে। ইহাই খোদাতা'লা বারাহীনে আহ্‌মদীয়া গ্রন্থে অঙ্গীকার করিয়াছেন। সেই প্রতিশ্রুতি আমার নিজের জন্য নহে — সেই প্রতিশ্রুতি তোমাদের জন্য। যেমন খোদাতা'লা বলিতেছেন :

"আমি তোমার অনুবর্তী এই জামা'তকে কেয়ামত পর্যন্ত অন্যের উপর প্রাধান্য দান করিব।" সুতরাং তোমাদের জন্য আমার বিচ্ছেদ-দিবস উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন, যেন

(অবশিষ্টাংশ ২ এর পাতায় দেখুন)

জুমুআর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)

[৩রা জুলাই (ওয়াফা) ১৯৮৭ইং ১৩৬৬ হিঃ শাঃ (লণ্ডনস্থ মসজিদে ফযলে প্রদত্ত]

অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরব্বী

তাশাহুদ ও তায়াউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর আকদাস (আইঃ) বলেন :

জামা'ত আহ্মদীয়ার আর্থিক বছর ৩০শে জুন তারিখে শেষ হয়েছে। এরপর আজ প্রথম জুমআতে আমি চিরায়ত নিয়মানুযায়ী ইনশাআল্লাহ্ উক্ত আর্থিক বছরের কর্মপ্রচেষ্টা ও লব্ধ ফলাফল সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আপনাদের সামনে রাখতে চাই।

এই আর্থিক বছরটি জগতে সর্বত্র এক হিসাবে জামা'তের জন্য যথেষ্ট পরীক্ষার বছর ছিল। কেননা এ বছরটিতে সাধারণ নিয়মিত (লাযেমী) চাঁদা ব্যতীত অন্যান্য অতিরিক্ত চাঁদার পবিত্র বোঝাও জামা'তের স্কন্ধে ন্যস্ত ছিল এবং সেই কারণে আশঙ্কা ছিল যে জামা'ত এইবার তাদের যথারীতি মাসিক চাঁদা সেইরূপ দায়িত্ব সহকারে আদায় করতে পারবে না যেমন পূর্বে করে এসেছে। বিশেষতঃ এজন্য যে, শতবার্ষিকী জুবিলী নিকটবর্তী হওয়ার কারণে দ্বিগুণ আশঙ্কা ছিল যে বহু জামা'ত যেহেতু উক্ত চাঁদার ক্ষেত্রে পিছনে পড়ে গিয়েছে এবং এর অসাধারণ বোঝা চেপেছে—সাধারণ নিয়মিত চাঁদার তুলনায় কোন কোন ক্ষেত্রে কয়েক গুণ বেশী পরিমাণ শুধু শত বার্ষিকী চাঁদা দেয় ছিল এবং আদায়ের জন্য বছর শুধু একটিই বাকী ছিল, তদুপরি পাকিস্তানে বিশেষতঃ এ বছরটি অধিক পরীক্ষার সংকটপূর্ণ বছর ছিল, কেননা পাকিস্তানে অসাধারণ পরিস্থিতি বিরাজমান থাকায় সেখানার জামা'তের অর্থনৈতিক অবস্থার উপরও বিরূপভাব বিদ্যমান, মানসিক অস্থিরতা ও দুঃশ্চিন্তার ফলশ্রুতিতে নিত্য-নৈমিত্যিক ব্যবসায় বাণিজ্যে স্বাভাবিক গতিতে ধীর-চিত্তে কাজ করা সম্ভব নয়, তদুপরি শত শত এরূপ ব্যক্তি রয়েছেন যাঁদেরকে কলেমা শাহাদাত পড়ার তথাকথিত অপরাধে জেলবন্দী করা হয়েছে এবং এরূপ অবস্থায় তাঁরা জেলে গিয়েছেন যে পিছনে তাঁদের ফসল তোলবার মত কেউ ছিল না, তাদের কাজ-কারবার শামাল দেওয়ার কেউ ছিল না, যেখানে যেখানে তাদের জন্য জামা'তের পক্ষে কিছু করার মত সাধ্যে কুলিয়েছে সেখানে তারা চেষ্টা করেছে এবং তওফিক ও সাধ্যানুযায়ী তাদের সাহায্যও করা হয়েছে, কিন্তু যারা অন্যদিকে মনোযোগ

দিয়েছেন তাদের নিজেদের কাজের ক্ষতি হয়েছে। কাজেই এই দিক থেকে পাকিস্তানে জামা'ত আহ্‌মদীয়ার জন্য এটি এক অসাধারণ পরীক্ষার বছর ছিল। আর এক দিক থেকেও বছরটি বড়ই কঠিন ছিল এজন্যও যে জুবিলীর চাঁদার ক্ষেত্রে বহির্বিশ্বে এবং পাকিস্তানে এ বছরের শুরুতে কম-বেশী আদায়ের একই তুলনামূলক মাত্রা বা অবস্থা ছিল অর্থাৎ পাকিস্তানে যদি শতকরা ষাট ভাগ চাঁদা আদায় হয়ে থাকে তাহলে বহির্বিশ্বেও শতকরা দুই-একের পার্থক্যের সাথে উক্ত চাঁদার আদায় ছিল। কিন্তু বহির্বিশ্বের জামা'তসমূহে উক্ত চাঁদার আদায়ের দিকে পাকিস্তানের মোকাবেলায় অনেক কম মনোযোগ দেয়া হয়েছে, এমন কি পাকিস্তান অত্র বছর এই চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্বের জামা'তসমূহের তুলনায় আগে বেড়ে গেছে। তাই এদিকে খেয়াল করে জামা'তের আর্থিক সংস্থার সাথে জড়িত কয়েক জনই আমাকে দোয়ার জন্যও লিখতে থাকেন, বিশেষতঃ নাযের সাহেব, বায়তুলমাল। এইবার তো তাঁর কণ্ঠস্বরে প্রয়োজনের চেয়ে কিছু বেশীই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা এসে গিয়েছিল। সর্বদা তিনি আমাকে বছরের সমাপ্তির কয়েক মাস পূর্বে, যাতে দোয়ার দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ হয় সেই নিয়্যতে পেরেশান করতে শুরু করে দেন এবং প্রত্যেকবারই এই বলে ভয় দেখান যে পরিস্থিতি এবার কিছুটা বেশীই খারাপ। কিন্তু এইবার তাঁর কণ্ঠস্বর সত্যিই ভীতি-বিহ্বল ছিল। পূর্বে তো বুঝা যেতো যে শুধু দোয়ার তাহরীকের উদ্দেশ্যেই তিনি ঐরূপ বলছেন। কিন্তু এইবার তার চিঠিগুলোতে (রীতিমতই) Panic এসে গিয়েছিল এবং বস্তুতঃ পক্ষেও ব্যাপারটা তদ্রূপই ছিল। কেননা বিভিন্ন ধরণের কতিপয় চাঁদা বিগত বছরের তুলনায় অনেকাংশে পিছনে পড়ে গিয়েছিল এবং এরূপ মনে হচ্ছিল যে, দুই এক মাসের মধ্যে সে সব চাঁদা উসুল হওয়া সম্ভবপর হবে না।

যাই হোক, যে যে বন্ধুই আমাকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাদেরকে আমি এ কথাই লিখেছি যে, এবারও (সম্ভবপর) হয়ে যাবে। যা তোমরা ভাবছো তা হবে না। কারণ এটাই যে, পূর্বেও মানবীয় প্রচেষ্টায় কাজ সমাধা হয় নাই। পূর্বেও আল্লাহ্‌তা'লার বিশেষ সাহায্য ও সমর্থনেই হয়ে এসেছে। যদি আমরা মনে করি যে, আমাদের চেষ্টায় সবকিছু হচ্ছে, তাহলে এতো ক্ষুদ্র জামা'তের পক্ষে সারা বিশ্বে এতো মহান 'মালী নেযাম' (আর্থিক ব্যবস্থাপনা) চালানো, তদুপরি প্রত্যেক বছর আরও সম্মুখে এগিয়ে যাওয়া কখনও সম্ভব নয়। তা হতেই পারে না। বর্তমানে আরব জগতে বহু সংখ্যক এরূপ লোক রয়েছেন যাঁদের মধ্যে এক এক জনই সমগ্র জামা'তের সমস্ত চাঁদার চেয়েও অধিক পরিমাণ অর্থ— যদি তিনি ইচ্ছা করেন তা'হলে দীনের সেবায় ব্যয় করতে পারেন এবং বছরে একবারই নয় বরং প্রতি মাসে তার চেয়ে অধিক ব্যয় করতে পারেন। কোন কোন এমন ব্যক্তিও আছেন যে প্রতি সপ্তাহে তাঁরা এই পরিমাণ অর্থ খরচ করতে পারেন এবং তার পরও তাঁদের কিছু যায় আসবে না। কাজেই একটি আন্তর্জাতিক গরীব জমা'তের পক্ষে এতো মহান আর্থিক কুরবানীকে সাহস ও বিশ্বস্ততার সাথে অব্যাহত রাখা নিঃসন্দেহে একটা মস্ত বড়

ব্যাপার এবং এই বোঝা কোন কোন সময় এতো বেশী (কঠিন) অনুভব হয় যে সত্যিকার-ভাবে একটি মানুষ যদি পুরাপুরি ঈমানের অধিকারী না হয় তা হলে তার অন্তর দোদুল্যমান হয়ে উঠবে যে এখন তো এটা বহন করা (আদায় করা) আমাদের সামর্থ্যের বাইরে চলে গেছে।

তা'সত্বেও খোদাতা'লা ফযল করেছেন এবং গতকাল পাকিস্তান থেকে টেলিফোন যোগে যে সংবাদ জানানো হয়েছে তদনুযায়ী খোদার ফযলে পাকিস্তান (তথাকার জামা'ত আহ্‌মদীয়া) পূর্ব ঐতিহ্যকে অক্ষুন্ন রেখেছে এবং সর্বদার ন্যায় এবারও ওয়াদার (বাজেটের) তুলনায় আগে বেড়ে গেছে, পিছনে হটে নাই। সেজন্য একে তো এটা বিশেষভাবে আল্লাহ্‌-তা'লার 'হাম্‌দ' এবং 'শোকর' আদায় করার মোকাম। যতই খোদার শোক্‌র আদায় করা যায়, তত বেশী তিনি দান করে থাকেন। আল্লাহ্‌তা'লা বলেন যে তোমরা যদি শোক্‌র কর, তা'হলে আমি তোমাদের বাড়াতে থাকবো وان شكرتم لازيدنكم অর্থাৎ যদি তোমরা আমার শোক্‌র আদায় কর তা'হলে আমি সেই অনুপাতে তোমাদের আরও অধিক পরিমাণে দিতে থাকবো। কাজেই খোদাতা'লার শোক্‌র করার একে তো এটা এমনিতেই উপলক্ষ্য বটে, তাছাড়া এর ফলশ্রুতিতে, খোদাতা'লা 'আরও দান করেন কিম্বা করেন না' — তা ব্যতিরেকেই মো'মেনের মধ্যে 'এহ্‌সানমন্দি' ও কৃতজ্ঞতার জয্‌বা (স্বভাব মনোবৃত্তি) বিদ্যমান থাকে এবং সে এই নিয়্যত বা মনোভাব নিয়ে কৃতজ্ঞ হয় না যে এই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পরে অধিকতর কিছু লাভ হবে। খোদাতা'লার তো এতই গণনাতীত এহ্‌সান ও কৃপা রয়েছে যে, মানুষ যদি তাঁর বিগত কৃপারই হক্‌ আদায় করতে থাকে, তা'হলেও লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জীবন বা আয়ুও যদি সে লাভ করে তথাপি (তার পক্ষে) সে হক্‌ আদায় হতে পারে না। কাজেই একথা বলা যে "এখন হক্‌ আদায় করে দিয়েছি, তাই এখন এর বিনিময়ে (হে খোদা!) আরও দান কর" — এরূপ দাবীর তো প্রশ্নই উঠে না। অতএব, মো'মেনের তো নিজের এই নিয়্যতই রাখা উচিত যে আমরা কৃতজ্ঞতার জয্‌বার অধীনে, তারই বশবর্তী হয়ে, আল্লাহ্‌তা'লা আমাদেরকে যা দান করেছেন তার জন্য তাঁর হাম্‌দ ও প্রশংসার গীত গাই, তাঁর শোক্‌র আদায় করি। প্রতি মুহূর্ত যেন আমাদের অন্তঃকরণ সে দিকে ধাবিত হয় এবং আপ্লুত হয়ে প্রশংসার গীত গাইতে থাকে। এই নিয়্যত ও মনোভাব সহকারে শোক্‌র করা উচিত। কিন্তু আমি আপনাদেরকে অবহিত করতে চাই যে, খোদাতা'লার শোক্‌র যে নিয়্যতেই করা হোক না কেন তা হলো এরূপ এক মুক্তা বিশেষ, যা (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) অনুদানের উদ্দেশ্যে ছুতা বা উপলক্ষ্য খুঁজে থাকে। কাজেই তিনি (বান্দার কৃতজ্ঞতায়) তাঁর দান অপরিহার্যভাবে করবেনই করবেন। এবং এ বছরই আমি এরূপ দৃশ্যাবলী প্রত্যক্ষ করছি। জামা'ত আহ্‌মদীয়ার অবস্থাবলী বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। কোন কোন স্থানে বহু বন্ধুর বহুল পরিমাণে পেরেশানী ও সংকটা-বলীও রয়েছে। তদুপরি তাদের অবস্থায় উত্থান-পতন কালক্রমে আসতে থাকে। কোন

ভাল (স্বচ্ছল) অবস্থাতে — যেহেতু তাদের মধ্যে রয়েছে জোশ ও মহব্বত, তারা বেশী পরিমাণে ওয়াদা করে বসেছেন এই আশায় যে, ভাল দিন অব্যাহত থাকবে। এর কিছু দিন পর (আশানুরূপ) চাকুরী পাওয়া যায় নাই অথবা অন্য যে উপার্জনের উপায় ছিল তাও চলে যায়, হাতছাড়া হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তারা আর সব কথা ভুলে যান কিন্তু চাঁদা আদায়ের বিষয়টি তাদের মস্তিষ্কে সবার উপরে আসন গেড়ে বসে এবং তারা সব চেয়ে বেশী এ চিন্তাতেই মুহ্যমান থাকেন যে "আমরা চাঁদা কি উপায়ে পরিশোধ করবো।" সুতরাং এরূপ বন্ধুদের (আমার নিকট) পত্র আসতে আরম্ভ করে। আর্থিক বছর যতই সমাপ্তির প্রান্তলগ্নে পৌঁছাতে থাকে ততই একদিকে যেমন বয়তুল মালের পক্ষ থেকে চিঠি আসতে থাকে, তেমনি অন্য দিকে এরূপ মুখলেস বন্ধুদের পত্রও আসতে থাকে যারা বলেন যে আমাদের শুধু এই কয় মাসই বাকী রয়ে গেছে কিন্তু এখনও বকেয়া চাঁদা আদায়ের কোন ব্যবস্থা বা উপায় নেই। তারপর আবার তাদের চিঠি আসতে শুরু হয় যে, কত বিস্ময়াতীত-ভাবে আল্লাহ্‌তা'লা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কেবল (চাঁদা পরিশোধ করার) ব্যবস্থাই করে দেন নেই বরং তাদের উপর আরও যে সব বোঝা ছিল তাও (তাদের ওপর থেকে) নামিয়ে দিয়েছেন। যা কিছু তারা খোদার হুযূরে পেশ করেছেন তার চেয়েও অধিক খোদাতা'লা তাদেরকে দান করেন এবং প্রথমে যা তারা পেশ করেন তাও খোদাতা'লার ফযল ও করমেই করে থাকেন। অন্যথায় তাদের হাতে কোন উপায় ছিল না।

এরূপ অদ্ভুত ও কল্পনাতীত ব্যবহার, আল্লাহ্‌তা'লা, বিশ্বব্যাপী, খোদার খাতিরে কুরবান-কারী জামা'তের সাথে এবং সে জামা'তের ব্যক্তি বিশেষদের সাথে করে চলেছেন যে এরপর কোন সন্দেহ ও সংশয়ের লেশমাত্রও অবকাশ থেকে না যায় যে, আমরা কোন 'বে-সাহারা' — পৃষ্ঠপোষকহীন, নিরুপায় জামা'ত, — আমাদের কোন মাওলা ও প্রভু নেই। আমাদের তো এরূপ মওলা রয়েছেন যিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষণে আমাদের হেফাযত করেন। আমাদের এমন এক মওলা রয়েছেন যিনি প্রতি মুহূর্ত তাঁর নৈকট্যের অনুভূতির স্পর্শ দিতে থাকেন। অর্থাৎ আমরা তাঁকে আমাদের নিকটবর্তী হিসেবে প্রত্যক্ষ করে থাকি এবং তাঁর নৈকট্যের "জালওয়া সমূহ" বিভিন্ন আকারে জামা'তে আহ্‌মদীয়ার উপরে এবং জামা'ত আহ্‌মদীয়ার সদস্যদের উপরে প্রকাশমান হতে থাকে।

অতএব, এ বছরের যে কামিয়াবী (সাফল্য) তাও আল্লাহ্‌তা'লার বিশেষ ফযলে সাধিত হয়েছে। এবং যেহেতু কোন কোন জামা'ত অন্যান্য সকল জামা'তের তুলনায় অধিকতর কুরবানীর পরিচয় দিয়েছে, সেহেতু সমগ্র বিশ্বে জামা'তসমূহের কর্তব্য, তাদেরকে যেন খাসভাবে দোয়াতে স্মরণ রাখেন। সর্বাপেক্ষা কষ্টও খোদার পথে বর্তমানে পাকিস্তানের আহ্‌মদীরাই বরণ করছেন। আর সবচেয়ে বেশী কুরবানীতেও বর্তমানে পাকিস্তানের আহ্‌মদীরাই আগে বেড়ে গেছেন। কাজেই সব চেয়ে বেশী তাদের হক্, আপনারা যেন তাদেরকে নিজেদের দোয়াতে স্মরণ রাখেন। এবং আপনারা যদি তাদেরকে দোয়ায় স্মরণ রাখেন, তা'হলে আল্লাহ্

তা'লার ফিরিশ্‌তাগণ আপনাদেরকে দোয়ায় স্মরণ রাখবেন। কেননা, রূহানী জগতের এই সেই বিধান, যা অবহিত করেছেন আমাদেরকে হযরতে আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম। নিজের ভ্রাতার জন্য যদি কেউ গভীর মনোনিবেশে, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও ভালবাসা সহকারে, দোয়া করে, তা'হলে এমতাবস্থায় তার উপর আসমান তার জন্য দোয়া করে থাকে এবং খোদাতা'লা বলেন যে এরপর তার প্রতিদান খোদার হাতেই ন্যস্ত হয়। কেননা সে অন্যের জন্য চিন্তামগ্ন থাকে। তাই খোদাতা'লার সমগ্র 'নেযাম' (ঐশী ব্যবস্থা) তার জন্য চিন্তামগ্ন হয়ে যায়। অতএব, আমরা আমাদের ভাইদের জন্য উক্ত পদ্ধতিতে যে সকল দোয়া করবো তা সবই আমাদের দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়ে আসবে। এবং যখনই বস্তুসমূহ খোদার নেযামের সাথে সংবদ্ধ হয়ে ফিরে আসে, তখন মনে রাখবেন সেগুলি হ্রাসকৃত হয়ে বা কম হয়ে ফিরে আসে না, বরং সেগুলি সর্বদা বর্দ্ধিত হয়ে ফিরে থাকে। এ সেই বৈষম্য যা জাগতিক ও ঐশী নিযামের মধ্যে বিদ্যমান।... ... ...

অতএব, দোয়া করুন এবং সাহস (সঞ্চয়) করুন। পাকিস্তানের যে অবস্থাবলী আমি বর্ণনা করেছি তা এজন্যই বলেছি যাতে আপনাদের মধ্যে সাহস এবং তওক্কল (আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীলতা) এর সৃষ্টি হয়। আপনারা যদি এখলাস ও নিষ্ঠার সাথে এই নিয়্যত করে নেন যে, "আমরা অবশ্য অবশ্যই সমস্ত বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করে দিব এবং শরাহ্‌ অর্থাৎ নিয়মিত হারে দেয় চাঁদাসমূহে কমতি আসতে দিবো না। আর সেই সাথে আপনারা যদি দোয়া করেন এবং এখলাস ও নিষ্ঠা সহকারে নিজেদের হৃদয় ও অন্তরকে এই সংকল্পের সাথে সংযুক্ত করেন, বেঁধে নেন অর্থাৎ উঠতে বসতে, স্বয়ংক্রিয় স্বতঃস্ফূর্তরূপে আপনাদের মস্তিষ্ক যেন এই দায়িত্বের দিকে নিবিষ্ট হতে শুরু করে দেয়। এটুকু আপনারা করুন। তা'হলে বাদ বাকি সব কাজ খোদাতা'লার তক্‌দীর সমাধা করবে। এবং পরিশেষে যখন আপনারা সকল আদায়গী থেকে অবসর হবেন, তখন আর্থিকভাবে পূর্বাপেক্ষা আপনাদের উন্নততর অবস্থা হবে, অধঃপতিত অবস্থা হবে না। আপনাদের আমি এর নিশ্চয়তা দিচ্ছি। কেননা এটাই হলো সমগ্র জগৎব্যাপী জামা'ত আহ্‌মদীয়ার এক শতাব্দীকালীন নিত্য নতুন ও সদা সজীব অভিজ্ঞতা। এমনি ধারায় খোদাতা'লা ব্যবহার করে থাকেন। আমাদের সাহসের অভাব যদি আমাদের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তা'হলে ভিন্ন কথা। অন্যথায় আল্লাহ্‌তা'লার রহমতের যে সম্পর্ক, অথবা তাঁর অনুকম্পা অনুদানের যে প্রশ্ন, তা কখনও তাঁর পথে আর্থিক কুরবানীকারীদেরকে রিক্ত-হস্ত থাকতে দেয় না। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদেরকে তদ্রূপ করার তওফিক দিন এবং আহ্‌মদীয়া জামা'ত যে বর্তমান যুগে আর্থিক কুরবানীর দিক দিয়ে জগতের বুকে নিদর্শনস্বরূপ হয়ে আছে, জামা'তের সে অলৌকিকতা যে সর্ব অবস্থায় — চাই হেমন্ত কাল হোক কিংবা বসন্তকাল — যেন পূর্বাপেক্ষা বৃহত্তর মান ও মর্যাদায় আলোকোজ্জ্বল থাকে।

(সাপ্তাহিক "বদর" (কাদিয়ান) তাং ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ইং)

ইমামে ওয়াক্ত (আইঃ)-এর একটি বিশেষ হেদায়াত

১৯৮৮ সনে জুলাই মাসে আন্তর্জাতিক মজলিসে শূরা লণ্ডনে অনুষ্ঠিত হয়। এই মজলিসে শূরায় প্রস্তাব নং ৩'১ নিম্নরূপ ছিল।

সমস্ত আহ্‌মদীয়া মিশনারী ট্রেনিং স্কুলগুলোতে কারিকুলাম একই প্রকার হওয়া উচিত তা না হলে বিভিন্ন মিশনারীদের আহ্‌মদীয়া মূলনীতি ব্যাখ্যার ব্যাপারে ইদানিং কালে এত অধিক মতভেদ দেখা দেয় যে এই সমস্ত মতভেদের ফলে জনমনে বড়ই জটিলতা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। (প্রস্তাবকারী বেনিন জামা'ত)

শূরা সাব-কমিটির সুপারিশ ঃ

সংশ্লিষ্ট সাব-কমিটি নিম্নলিখিত সুপারিশ পেশ করে :—

আমাদের স্কুলগুলোতে মরকযের অনুমোদিত একই ধরণের কারিকুলাম অনুসৃত হয়। সুতরাং মূলনীতির ব্যাপারে কোন বিশেষ মতভেদ সৃষ্টির প্রশ্ন উঠে না.....। যদি সমস্ত বইগুলি প্রকাশনার পূর্বে কেন্দ্রের নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়, তাহ'লে মতভেদের সমস্যাটির আপনাআপনিই সমাধান হয়ে যাবে। আমরা মনে করি ইহার সাথে ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটের কারিকুলামের কোন সম্পর্কই নেই.....। ইহা ব্যাখ্যা করার বিষয় এবং এই সমস্যা সমাধানের উপায় হল মরকযের নিকট থেকে এই ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা চাওয়া।

মূল প্রস্তাবটি নাকচ করে দেওয়া হয়। কিন্তু আলোচনা চলা কালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) নিম্নরূপ হেদায়াত দান করেন :—

এখন সমস্ত কিছুই পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমি এ প্রস্তাবের উপরে কিছু বলতে চাই। কেন আমি এ প্রস্তাবটি এখানে আলোচনা করতে অনুমতি দিলাম যদিও আমি জানতাম এটা নিষ্প্রয়োজন। আমি চেয়েছিলাম যে মজলিসে শূরার প্রতিনিধিগণ একথা জানতে পারবেন যে যতই আহ্‌মদীয়াত প্রসার লাভ করছে এবং নতুন নতুন দেশে ইহা ছড়িয়ে পড়ছে এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করছে ততই নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে এবং এগুলো এমন ব্যাপক ও বিশাল আকার ধারণ করছে যে যদি এখনই এগুলোর দিকে মনোযোগ না দেয়া হয় তাহলে এগুলি জামা'তে আহ্‌মদীয়ার ভেতরে নতুন ফেরকা তৈরী করবে।

বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বিভিন্ন রকমের আঞ্চলিক রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠানের প্রচলন রয়েছে. তাই ব্যাপারটি যদিও ক্ষুদ্র তবু এটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যেমন ধরুণ এই যে দৃষ্টান্তগুলো বেনিনের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী জেনারেল উপস্থাপন করলেন এগুলো বাহ্যিক দৃষ্টিতে এমন নয় যে এগুলোর কোন বৈশিষ্ট্য আছে বা গুরুত্ব আছে এবং এগুলো আমাদের কোন বিশেষ বিশেষ মনোযোগের দাবী রাখে, কিন্তু আমি যখন আফ্রিকা ভ্রমণে গেলাম আমি দেখতে পেলাম যে সমস্ত জিনিস আপনাদের কাছে খুবই ক্ষুদ্র এবং

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই নগণ্য বলে মনে হয়, তাদের কাছে এগুলি খুবই বৃহৎ ও গুরুত্ব বহন করে। সেখানকার স্থানীয় লোকদের দৃষ্টিতে এগুলো খুবই মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ — সেখানে এক বিরাট অঞ্চল ব্যাপী বসবাসকারী জনসংখ্যা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। আবার এই সমস্যা-গুলো সেখানে এক দেশ থেকে অন্য দেশে কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধনও লাভ করে, এমনকি এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে গেলেই তা উপলব্ধি করা যায়।

যেমন দৃষ্টান্তস্থলে যখন আমি ঘানা বেড়াতে গেলুম সেখানে সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয়টি ছিল যে সাধারণ কবরস্থানে লাশ দাফন করার সময়ে কফিনের বাক্স ব্যবহার করতে হবে কি না। আমাদের জামা'ত বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল—দু'টি অঞ্চলে জামা'তের বিভক্তি তীক্ষ্ণভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছিল এবং ওরা এ বিষয়টির উপরে বড়ই উত্তপ্তভাবে বিতর্কে লিপ্ত ছিল। আমি সেখানে যাওয়ার পূর্বে এখানেই আমার কাছে বিষয়টি মিশনারী ইন-চার্জ সাহেব তুলে ধরে ছিলেন। আমি এখান থেকেই বিষয়টি তাদেরকে সন্তোষজনকভাবে বুঝাতে চেষ্টা করেছি।

এগুলো খুবই ক্ষুদ্র ছিল — যা হোক উভয় দিক থেকে বিষয়টি ঠিক। আমি বলতে চাই তোমাদের কোন ব্যাপারে এত উত্তেজিত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু তারা তা শুনছিল না। তারা সবাই সাংঘাতিকভাবে মতভেদ করছিল। কোন কোন জায়গায় তাদের মেজায খুবই উত্তেজিত ছিল এবং উত্তেজনার এত উচ্চ মার্গে অবস্থান করছিল যে যখন আমি সেখানে ভ্রমণে গেলাম আমি আমার প্রশ্ন-উত্তর সভায় বিষয়টি খুব ভালভাবে আলোচনা করতে বাধ্য হলাম; এবং তাদেরকে বুঝাতে আমার যথেষ্ট সময় লাগল, যাহোক শেষ পর্যন্ত খোদার অশেষ ফযল যে আমি তাদেরকে বুঝাতে সক্ষম হলাম এবং সমস্যাটার সমাধান হয়ে গেল।

কিন্তু তারপরেও আমি দু-একখানা প্রতিবাদ লিপি পেয়েছি, এবং কতকগুলো মজার মজার প্রস্তাব করা হয়েছে লাশ দাফন করার ব্যাপারটিকে আরো উন্নত করার জন্যে।

পুনঃ আরেকটি মসলা লাশ দাফন করা সম্পর্কে উত্থাপিত হয়েছে। তা হচ্ছে এই যে যদি কেহ মারা যায় তা হলে তুমি কি সেই পরিবারটিকে লাশ দাফন করতে আর্থিক সাহায্য করতে পার? এই দুটোই ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। আহ্‌মদীরা কি তাদের গায়ের আহ্‌মদী আত্মীয়দিগকে সাহায্য করতে পারে যারা মারা যায়, অথবা যখন আহ্‌মদীরা মারা যায় তারা কি তাদের গায়ের আহ্‌মদী আত্মীয়দের থেকে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করতে পারে?

যেহেতু তাদের কেহ কেহ একেবারেই কঠিন মনোভাব পোষণ করত এবং এব্যাপারে একেবারেই অধৈর্যভাব দেখাচ্ছিল গায়ের আহ্‌মদী আত্মীয়দের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে, তাই সেখানে আহ্‌মদীয়াতের তবলীগের ব্যাপারে বড়ই বাধার সৃষ্টি হচ্ছিল। আমাদের সমস্ত জাতি ভীষণভাবে দ্বিধা-বিভক্ত ছিল। গায়ের আহ্‌মদী ও আহ্‌মদীগণ — এমন কি আহ্‌মদী-গণ তাদের নিজেদের মধ্যে দ্বিধা-বিভক্ত ছিল এই বিষয়টি নিয়ে।

সুতরাং এই ইস্যুগুলি কারিকুলামের পার্থক্যের কারণে জন্মায়নি। এই বিষয়গুলো বিশেষ করে স্থানীয় আচার অনুষ্ঠানের উপরে নির্ভর করে। যদি মিশনারীরা সময়মত এ

সমস্ত ব্যাপার রিপোর্ট না করে তা হলে জামা'তের এ ধরণের সমস্ত ক্ষতির জন্য তাঁরা দায়ী হবেন।

তাই আমি এই বিষয়টি তোমাদিগকে আলোচনা করতে দিয়েছি যেন আমি তোমাদিগকে পথ দেখাতে পারি। একথাও তোমরা মনে রেখ যে ফত্‌ওয়ার ব্যাপারে সবকিছুই সিলসিলার মুফতির নিকট পেশ করা উচিত প্রশাসনকে নয়। যদি তুমি প্রশাসনকে ব্যবহার কর, তাহলেও প্রশাসনের মারফত সিলসিলার মুফতিকে লিখ। আমিও যখন জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলি এবং প্রশ্ন-উত্তর অনুষ্ঠানে বসি তখন আইন ও ফত্‌ওয়া বিষয়ক প্রশ্ন উত্থাপনকে পসন্দ করি না। কারণ আইন বিষয়ে উত্তর দেওয়ার জন্য আমি প্রস্তুত থাকি না; এবং বিষয়টি অতীব গুরুত্ব বহন করে। কোন কোন সময়ে এ ব্যাপারে বিভিন্ন বই পুস্তক ঘাঁটা-ঘাঁটি করতে হয় এবং তারপরে সুচিন্তিতভাবে রায় দিতে হয়। তাই আমরা সিলসিলায় একজন মুফতি নিযুক্তির নিয়ম করেছি; এবং এ ধরণের সমস্ত বিষয় কালক্ষেপন না করে অনতিবিলম্বে সিলসিলার মুফতিকে জানানো উচিত। যদি মুফতির জবাব সন্তোষজনক না হয়, তা হলে বিষয়টি আমার কাছে উত্থাপন করা যেতে পারে। তখন আমি এ ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে পারি। তখন আমি বিষয়টি মজলিসে ইফ্‌তাকে বিবেচনার জন্য দিতে পারি। আমাদের একটি যথারীতি মজলিস আছে এজন্যে। এ সমস্ত ব্যাপার পৃথিবীর সবদেশের সব জামা'তের লোকদের জানা থাকা উচিত।

সুতরাং বেনিন জামা'ত যে কথাগুলো বলেছে এগুলো তোমাদের কাছে নগণ্য মনে হতে পারে কিন্তু আসলে তা নগণ্য নয়। সুতরাং একথা মনে রেখো যে জামা'তের ভিতরে কোন মতভেদ এমন হওয়া উচিত নয় যা মরকযে রিপোর্ট করে মুলোৎপাটন করা হয়নি।

প্রত্যেক মতভেদকে ইহার জন্মলগ্নেই যথাযথ ও ফলপ্রসূভাবে উৎপাটিত করতে হবে খোদার ফযলের দ্বারা ও যথাযথ কর্মপন্থা দ্বারা। তোমরা যদি সন্দেহ কর যে মতভেদ জারী আছে অথবা চিরস্থায়ী ব্যধিতে পরিণত হতে যাচ্ছে অথচ তোমরা আমাকে রিপোর্ট না কর তাহলে এটা তোমাদের দোষ. বরং আমাকে না জানান তোমাদের এটা একটা বিরাট অপরাধ হবে কেননা আমি তোমাদিগকে তোমাদের কর্মপন্থা বাতলে দিয়েছি। এ সমস্ত ব্যাপার অবশ্যই আমার নিকট রিপোর্ট করতে হবে। আবার বলছি মিশনারী ইন চার্জদের দায়িত্ব হবে প্রত্যেক এলাকার রীতি-নীতি আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞান আহরণ করা এবং আমাকে জানান – আমি রচনা লেখার জন্য বলছি না; বরং তথ্যভিত্তিক রিপোর্ট পেশ করতে বলছি। সুতরাং ইনশাআল্লাহ্‌ আমরা এ ব্যাপারে ভবিষ্যতে লক্ষ্য রাখবো যেন জামা'তের ভিতরে মতভেদের কারণে দল-উপদলের সৃষ্টি না হয় এবং বিভিন্ন মত, পথ ও ধ্যান-ধারণার সৃষ্টি না হয়। আমরা ইহাকে জন্মলগ্নেই মুলোৎপাটিত করব।

উপস্থাপনায়
ওবায়দুর রহমান ভূইয়া
সেক্রেটারী তালীম ও তরবীয়াত

সংকল্প ও আমলের নতুন দিগন্ত

১৯৮৮ সনে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর জুমুয়ার খুতবার এক ঝলক

—মাওলানা সালেহ্ আহমদ, সদর মুরব্বী

১-১-৮৮ জামা'তে আহ্মদীয়াকে জুমআর নামাযকে যথাযথ মর্যাদার সাথে পালনের জন্য জিহাদের ঘোষণা। ইউরোপীয় দেশগুলিতে জুমআর নামাযের জন্য ছুটি গ্রহণ করার ঘোষণা।

৮-১-৮৮ হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর আদর্শ নিজেদের মধ্যে বাস্তবায়িত করুন এবং বেশী বেশী সীরাতুন্নবীর (সাঃ) জলসা করুন। আসল কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন নিজের সংশোধন।

১৫-১-৮৮ কুরবানী করার তৌফিক পাওয়া আল্লাহ্র কৃপার উপর নির্ভরশীল।

২২-১-৮৮ "সাবা" (গাম্বিয়া)-তে নুসরত জাহান স্কিমের নব সংগঠন এর ঘোষণা জামা'তে আহ্মদীয়া আফ্রিকাবাসীদের খেদমতের জন্য কোমর বেঁধে নিন।

২৯-১-৮৮ "বো" (সিরালিওনে) আহ্মদী মুবাল্লেগ, ডাক্তার ও শিক্ষকগণের অবদানের উল্লেখ। আহ্মদীগণ যেন সকল দেশের সেবা করেন এবং জনগণের দুঃখ মোচনে দৃঢ় সংকল্প হন।

৫-২-৮৮ "আবিদ জান" (আইভরি কোষ্ট) এ আফ্রিকান দেশসমূহকে আধ্যাত্মিক, ধর্মীয়, আখলাকী ও অর্থনৈতিক নির্দেশনার প্রয়োজনের বিষয়ে তাকিদ। হুযুর বলেন, জামা'তে আহ্মদীয়া এদের সকল ধরণের দাসত্ব থেকে রক্ষা করতে সংকল্প বদ্ধ।

১২-২-৮৮ "সল্ট পণ্ড" (ঘানা) হুযুর বলেন—আফ্রিকা আজ দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ। জামা'তে আহ্মদীয়া তাদের মুক্তির সকল প্রয়াস চালাবে।

১৯-২-৮৮ "ওযো কোরো" (নাইজেরিয়া)তে হুযুর (আইঃ) বলেন, আফ্রিকাবাসীগণের মধ্যে উন্নতির অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে। আমার পয়গাম — আপনারা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে একে অপরকে ভালবাসুন ও সহানুভূতি প্রদর্শন করুন।

২৬-২-৮৮ হল্যাণ্ডে হুযুর তাঁর আফ্রিকা সফরের বর্ণনা দেন। তাঁর খুতবার কেসেট দ্বারা সকলকে উপকৃত হবার জন্য এবং জামা'তের সকলের নিকট পৌঁছানোর কথা উল্লেখ করেন।

৪-৩-৮৮ আফ্রিকান আহ্মদীদের অমর কুরবানীর কথা উল্লেখ করেন, এবং বলেন আহ্মদীদের কুরবানীর ফলে খোদাতা'লা আমাদিগকে আফ্রিকা দান করবেন।

১১-৩-৮৮ সকল দেশকে শতবার্ষিকী কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য তৎপর হওয়ার, প্রদর্শনির ব্যবস্থা করার ও প্রকাশনার জন্য আহ্বান।

১৮-৩-৮৮ নিজ সততার হেফাযত করুন। মজলিসে আমেলা নিজ নিজ দেশে মিথ্যাকে মিটানোর জন্য সচেষ্ট হোন। দুইজন আহ্মদীর প্রাণ নাশের চেষ্টার উল্লেখ।

২৫-৩-৮৮ উত্তম আখলাক দ্বারা অনিষ্টের মোকাবেলা করুন। সবচেয়ে প্রথমে নিজের ঘরে উত্তম আদর্শ সৃষ্টি করুন।

১-৪-৮৮ "নাসের বাগে" (পশ্চিম জার্মানী) হুযূর বলেন, জামা'তে আহ্‌মদীয়া পূর্ব ও পশ্চিমকে তওহীদের প্লাটফর্মে একত্র করার চেষ্টা করছে। পশ্চিমা দেশে বসবাসকারী আহ্‌মদীগণ যেন নিজেদের মধ্যে এমন পরিবর্তন আনয় করে যার ফলে তাদের অনন্যতা প্রকাশ পায়।

৮-৪-৮৮ "গ্লাসগো" (ইংল্যাণ্ড) নতুন মসজিদের উদ্বোধন — "ওয়াকারে আমল" এর জন্য জামা'তকে নির্দেশ তিনি বলেন খেদমত ও সংকল্প জামা'তের আসল শক্তি।

১৫-৪-৮৮ রমযানের কল্যাণ থেকে যেন কোন আহ্‌মদী বঞ্চিত না হয় অঙ্গসংগঠনগুলি জামা'তের প্রতিটি ব্যক্তির নিকট আমার পয়গাম পেঁীছিয়ে দেন। ঈদের চাঁদ দেখার ব্যাখ্যা দেন।

২২-৪-৮৮ রমযান মাসে বাচ্চাদের নেকীর কাজে প্রেরণা জাগানোর এবং নামাযে তাহাজ্জুদ পড়ার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার আহ্বান। "ওজরি কেম্প" (রাওয়ালপিণ্ডি) দুর্ঘটনায় জামা'তের খেদমতের উল্লেখ করেন।

২৯-৪-৮৮ রমযান ইস্তেগফার এর সময়। এই মাস আপনাদিগকে নতুন প্রভাত দান করবে, নিজের দুর্বলতার দিকে দৃষ্টি রেখে তা দূর করুন।

৬-৫-৮৮ নিজেদের দোয়াতে ইস্তেগফারকে প্রাধান্য দান করুন। বিশ্বাসীগণ ইস্তেগফারে স্বস্তি বোধ করেন।

১৩-৫-৮৮ জুমআর নামায আদায় করা ও রোযা রাখার জন্য তাহ্‌রীকের পর জামা'তের এই ডাকে সাড়া দেওয়ার উল্লেখ।

১৭-৫-৮৮ সকল দুনিয়াবাসীকে মুক্তির পয়গাম দেয়ার জন্য আল্লাহ্‌তা'লা জামা'তে আহ্‌মদীয়াকে দণ্ডায়মান করেছেন। আমার আত্মা এ কাজে নিবেদিত. এক রুইয়ার উল্লেখ করে বলেন যে. হযরত আম্মাজান হুযূরকে বলেছেন যে হেলিকপ্টার যোগে তাঁকে বয়তুল্লার তোয়াফ করিয়ে দিতে। (ঈদুল ফিতরের খুতবা)

২০-৫-৮৮ প্রকৃত ঈমান প্রকৃত স্বাধীনতা ব্যাতিরেকে লাভ করা যায় না। প্রতিভা ও আধ্যাত্মিক দাসত্বের বিরুদ্ধে কুরআনের শিক্ষা বর্ণনা করেন। আজ মানবজাতির স্বাধীনতা আমাদের সাথে সম্পর্কিত।

২৭-৫-৮৮ জামাতের বিরুদ্ধবাদীদের মিথ্যা অপবাদের খণ্ডন ও তার আসল কারণসমূহ বিশ্লেষণ করেন।

৩-৬-৮৮ জামা'তের ঘোর বিরোধিতার ঘটনাসমূহের বর্ণনা দেন।

১০-৬-৮৮ জামা'তে আহ্‌মদীয়ার সকল সদস্যের প্রতিনিধিত্বে হুযূর (আই:) মুবাহালার চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন।

১৭-৬-৮৮ মুবাহালার সফলতার জন্য ইবাদতকে প্রতিষ্ঠিত করা অবশ্যক। তিনি বলেন এই বিষয়টি এক রুইয়াতে তাঁকে বুঝানো হয়েছে।

২৪-৬-৮৮ ইবাদতের সম্পর্ক তওহীদের সাথে গভীরভাবে জড়িত। আহ্‌মদীয়াতের প্রথম শতাব্দীর শেষ বছরকে ইবাদতে ইলাহীর প্রতিষ্ঠার বছর বানিয়ে দেয়ার আহ্বান।

১-৭-৮৮ বিরুদ্ধবাদীগণকে জামা'তের বিরোধিতা থেকে নিবৃত্ত হবার আহ্বান।

৮-৭-৮৮ নেতাদের ভুল ও অবাধ্যতার কারণে জাতিও খোদার আযাবে ধৃত হয়ে থাকে।

১৫-৭-৮৮ ইংল্যাণ্ডের বাৎসরিক জলসার জন্য জামা'তকে উপদেশ দান।

২২-৭-৮৮ নামায বা-জামা'ত কায়েম করার জন্য জামা'তের সকল সদস্যদের প্রতি আকুল আহ্বান।

২৯-৭-৮৮ জলসার বরকতকে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করুন। নতুন শতাব্দীতে প্রবেশের পূর্বে খোদার দরবারে মুবাহালার সফলতার জন্য খুব কান্না কাটি করুন।

৫-৮-৮৮ মুবাহালা থেকে জামা'তের বিরুদ্ধবাদীদের পলায়ন করা খোদার ভয়ে নয় বরং তাদের খোদা ভীতিহীনতার কারণে। খোদার নিকট যা অবধারিত হয়ে রয়েছে তার পূর্ণতার নিদর্শন প্রকাশ পেয়ে গেছে।

১২-৮-৮৮ হুযূরের "রুইয়া" 'ইতিহাসের পুনরাবৃতি হয়ে থাকে।' এবং বলেন, খোদার আযাবে এক অংশ অবশ্যই ধৃত হবে।

১৯-৮-৮৮ পাকিস্তানের জনগণ ও নেতাদের পরামর্শ দান যে সঠিক ও সততার পথ অবলম্বন কর।'

২৬-৮-৮৮ হযরত সুলায়মান ও রানী সাবার ঘটনার বিশ্লেষণ ও পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতির সাথে তার মিল ও পাকিস্তানীদের পরামর্শ ও নসিহত প্রদান।

২-৯-৮৮ নাইরোবিতে (কেনিয়া) কেনিয়ার জামা'তের উন্নতির পথে বাধার উল্লেখ করেন এবং তাদেরকে অগ্রসর হবার আহ্বান জানান।

৯-৯-৮৮ "দারুস সালাম" (তানজানিয়া) এ জামা'তের পক্ষ থেকে বেশী বেশী স্কুল ও কলেজ স্থাপনের ঘোষণা। হোমিওপ্যাথ ডাক্তারদের ওয়াক্‌ফ করার আহ্বান।

১৬-৯-৮৮ মরিশাস জামা'তকে তাদের দুর্বলতা দূর করার আহ্বান জানিয়ে হুযূর বলেন, দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র জন্য রুহানীয়তের প্রয়োজন বেশী।

২৩-৯-৮৮ আফ্রিকা ভ্রমণের ঘটনার বর্ণনা এবং সেখানকার প্রথম মুবাল্লেগীনদের উল্লেখ।

৩০-৯-৮৮ ফেরআউন ও হযরত মূসা (আঃ) এর নিদর্শন তিন যুগে বিস্তৃত। ফেরআউন ও হযরত মূসা (আঃ)-এর সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্যের উল্লেখ।

৭-১০-৮৮ লেখরাম সম্বন্ধে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ। অন্তরের সত্যতাই মুজেযা দেখিয়ে থাকে।

১৪-১০-৮৮ গুণাহ্‌র প্লাবন থেকে বাঁচার উপদেশ।

২১-১০-৮৮ এ যুগের গুনাহ্‌র প্লাবন থেকে একমাত্র হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কিশ্‌তিয়ে নুহ বাঁচাতে পারে। আর্থিক লেনদেন এর ব্যাপারে জামা'তকে পরিচ্ছন্ন হওয়ার উপদেশ।

২৮-১০-৮৮ গুনাহ্‌র বিরুদ্ধে সক্রিয় হওয়ার আহ্বান। যারা পাপে লিপ্ত তাদের জন্য দোয়া করুন, ঘৃণা নয়।

৪-১১-৮৮ তাহ্‌রীকে জাদীদ এর নতুন বছরের এলান। চাঁদা দাতাদের সংখ্যা বাড়ানোর আহ্বান। খোদার রাস্তায় বন্দীদের মুক্তিদের জন্য বিশেষভাবে দোয়ার আবেদন।

১১-১১-৮৮ পাপকে প্রতিহত করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হোন। এবং পবিত্র হয়ে নতুন শতাব্দীতে প্রবেশ করুন।

১৮-১১-৮৮ কোন দিন অশুভ নয়, বরং সেই দিনে যা ঘটে থাকে তা তাকে অশুভ করে। মুবাহালার এই বছরে সর্বদা দোয়াতে রত থাকার এবং গুনাহ্‌র তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে খোদার দিকে ধাবিত হওয়ার আহ্বান।

২৫-১১-৮৮ মুবাহালা সম্পর্কিত কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর।

২-১২-৮৮ গণতন্ত্রের নতুন অধ্যায়ের জন্য পাকিস্তানবাসীকে মুবারকবাদ। আমাদের আসল প্রভাত তো ধর্মের বিজয়ের মধ্যে নিহিত। পাকিস্তানের এগারো বছরের অন্ধকার যুগে আমরা খোদার ভালোবাসার নিদর্শন পেয়েছি।

৯-১২-৮৮ তাক্‌ওয়া ব্যতিরেকে তওহীদের জ্যোতিঃ পাওয়া যায় না।

১৬-১২-৮৮ খোদার দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য বিপদের দিক নির্ণয় করা প্রয়োজন। নিজেদের দোষ ত্রুটি অন্বেষণ করুন ও স্বল্পে তুষ্ট হোন।

২৩-১২-৮৮ স্বল্পে তুষ্টতার সাথে তওহীদের গভীর সম্পর্কের বর্ণনা। স্বল্প-তুষ্টিকে ছেড়ে দেওয়ার কারণও শিরক। মুবাহালার বিজয়ের ফল আগামী শতাব্দীতেও বহমান থাকবে।

৩০-১২-৮৮ স্বল্প-তুষ্টির ও ধৈর্যের মধ্যে সম্পর্কের বর্ণনা।

(২০ পৃঃ পর টলষ্টয়-এর অবশিষ্টাংশ)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর বিখ্যাত পুস্তক "ইসলামী নীতি দর্শন" দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন এটি মনে করার মত যুক্তি সঙ্গত কারণও রয়েছে। তাঁর সাহিত্যে আধ্যাত্ম চিন্তা খুব স্পষ্টভাবেই উপস্থিত। তিনি তাঁর নিজ পরিমণ্ডলে খৃষ্টান যাজকদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। পক্ষান্তরে ইসলামের দর্শনের কোন বিরোধিতা তিনি করেন নি বরং এই দর্শনের প্রভাবই তাঁর সাহিত্যে লক্ষ্যণীয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ—

Even Tolsty was inspired by Islam by—Basharat Ahmad Bashir
Naib Vakilut Tabshir, Rabwah.
Muslim Herald, September. 1980 : Vol. 20 No-3

আহমদীয়াত ও টলষ্টয়

কে, এম, মাহমুদুল হাসান

প্রখ্যাত রুশ সাহিত্যিক কাউন্ট লিও নিকোলায়েভিচ টলষ্টয়ের নাম শোনেননি এমন কোন শিক্ষিত ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া ভার। কিন্তু আরও অনেক বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিত্বের মতই তাঁর জীবনেরও অনেক অধ্যায় আমাদের কাছে অজানা রয়ে গেছে। এই মহান সাহিত্যিক ইসলাম সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করতেন, এ সম্বন্ধে তাঁর পরিচিতিই বা কতটুকু ছিল সে সম্বন্ধেই বা আমরা ক'জন জানি? বিশেষতঃ আহ্‌মদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের সাথেও যে তিনি পরিচিত ছিলেন সে বিষয়ে আমাদের যথাযথ ধারণা থাকা প্রয়োজন। মূলতঃ এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখেই নিম্নের বিষয়গুলি উপস্থাপিত হয়েছে।

এই রুশ সাহিত্যিকের জন্ম হয় ১৮২৮ সালে। ১৮২৮ সাল থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত এক দীর্ঘ জীবন তিনি পেয়েছিলেন। বাল্যকালেই তিনি তাঁর বাবা মাকে হারান। এটি তাঁর জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৮৩৭ সালে তাঁর বাবার মৃত্যুর পরে তিনি কাজানে গমন করেন এবং লালিত পালিত হতে থাকেন। এখানে অবস্থানকালে তিনি মুসলমানদের সাথে এবং তাঁদের জীবনাচারের সাথে ব্যাপকভাবে পরিচিত হন। কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন সময়ে তিনি তুর্কী ও আরবী ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেন এবং ১৮৬২ সালে দুর্বল স্বাস্থের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করার পর তিনি মুসলিম জনগোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে বসবাস করেন। এভাবেই তাঁর জীবনের প্রস্তুতিলগ্ন অতিক্রান্ত হয়।

তিনি ধর্ম ও সমাজ উভয় ব্যাপারেই সচেতন থেকে চার্চ এবং জারের নিপীড়নের কঠোর সমালোচনা করেন। কাজানে একজন খৃষ্টান ধর্ম যাজক মহানবী (সাঃ) সম্বন্ধে কটুক্তি করলে তিনি তাঁর তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি মহানবী (সাঃ)-এর চরিত্র-মাহাত্ম্য বর্ণনা করে "মহানবী মুহাম্মদের প্রজ্ঞা" নামে একটি পুস্তিকাও রচনা করেন যাতে মহানবীর (সাঃ) জীবনী ছাড়াও ৫৬টি বাণীর নির্বাচিত সংকলনও ছিল। এটির আরবী সংস্করণ ১৯২৪ সালে কায়রো থেকে (মিশর) প্রকাশিত হয়। এর ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেন যে, "ইসলামী আইনের (শরীয়াত) মধ্যে চমৎকার আদেশাবলী এবং নিখুঁত নৈতিকতা সম্পন্ন ধর্মোপদেশসমূহ সন্নিবেশিত আছে। এটি মানুষকে সুবিচারের মধ্যম পন্থার দিকে নির্দেশ করে।" তিনি আরও লেখেন," মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন একজন মহান ঐশী সংস্কারক যিনি অজ্ঞ মানুষকে মূর্তি পূজা এবং অন্যান্য খারাপ কাজে নিমজ্জিত থাকতে বারণ করে-ছিলেন। তিনি তাদেরকে কেবলমাত্র এক খোদার উপাসনা করতে বলেছিলেন। তিনি তাদেরকে মানবজাতির মুক্তি ও ভ্রাতৃত্বের মহান আদেশে উজ্জীবিত করেন। তিনি রক্তপাত

ও ধ্বংসকে নিষিদ্ধ করেন। তিনি এই জগতে মানবজাতির জন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক হিসেবে নির্ধারিত হয়ে আসেন। একজন মানুষের পক্ষে অর্জনক্ষম সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে মহান প্রতিভাটি তিনিই ছিলেন।"

এই বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিত্বের কাছে আহ্‌মদীয়া জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর বিশিষ্ঠ সাহাবী হযরত ডঃ মুফতী মোহাম্মদ সাদেক সাহেব (রাঃ) ১৯০৩ সালে আহ্‌মদীয়াতের বার্তা পৌছান। তিনি তাঁকে "রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স" পত্রিকার একটি সংখ্যা এবং সেই সাথে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর একটি ছবি ও কাশ্মীরের শ্রীনগরে অবস্থিত হযরত ঈসা (আঃ)-এর কবরের কয়েকটি ছবি পাঠান। হযরত ডঃ মুফতী মোহাম্মদ সাদেক সাহেব (রাঃ) তাঁকে এও লেখেন যে, নাজারেথীয় যীশু একজন মৃত মানুষ এবং তাঁর কবর ভারতবর্ষের কাশ্মীরে (শ্রীনগর) অবস্থিত, হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)-ই হলেন প্রতিশ্রুত মসীহ্‌। তিনি আল্লাহ্‌র বাণী লাভকারী একজন প্রেরিত পুরুষ যিনি লা শরীক আল্লাহ্‌র প্রেমে বিভোর।

টলষ্টয় সেই চিঠিটি, ছবি এবং পত্রিকাটি পেয়েছিলেন। এগুলোর প্রাপ্তি সংবাদ জানিয়ে ডঃ মুফতী মোহাম্মদ সাদেক সাহেবের (রাঃ) কাছে তিনি যে চিঠিটি লেখেন তা' ছিল নিম্নরূপ :—

"মুফতী মোহাম্মদ সাদেক সাহেব,

প্রিয় মহোদয়,

রিভিউ অব রিলিজিয়ন্সের একটি সংখ্যা ও হযরত মির্যা গোলাম আহমদের ছবিসহ আপনার চিঠিটি পেয়েছি। খৃষ্টের মৃত্যু প্রমাণ করার জন্যে তাঁর কবর খোঁজায় নিয়োজিত থাকাটি একটি অপ্রয়োজনীয় অনুসন্ধান কর্ম, কারণ কোন বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই তাঁকে সত্যি সত্যিই আজ পর্যন্ত জীবিত বলে বিশ্বাস করতে পারে না.....আজ আমাদের যা প্রয়োজন তা'হল সঠিক ধর্মীয় শিক্ষা। যদি হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদের নতুন কিছু দেয়ার থাকে তবে তার মাধ্যমে আমি উপকৃত হতে পারলে খুশী হব। রিভিউ অব রিলিজিয়ন্সের দু'টি প্রবন্ধ আমার ভাল লেগেছে। প্রবন্ধ দু'টি হল পাপ থেকে পরিত্রাণ এবং পরকালের জীবন। বিশেষতঃ শেষোক্তটি। এগুলোর মধ্যে রয়েছে নিগূঢ় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সুমহান চিন্তাধারা। আমাকে চিঠিটি এবং পত্রিকাটি পাঠাবার জন্যে—আপনাকে জানাই ধন্যবাদ।

আপনার বিশ্বস্ত
স্বাক্ষর—টলষ্টয়
৫ই জুন ১৯০৩

উল্লেখ্য যে, এর পরবর্তী কালে এই বিশ্ব বরেণ্য কথা শিল্পীর জীবন-সাহিত্য কর্ম এমনকি লেখনীতেও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত প্রবন্ধ দু'টিতে বর্ণিত শিক্ষার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তিনি

(অবশিষ্টাংশ ১৮-এর পাতায় দেখুন)

খেলাফত : একটি বরকতপূর্ণ সংগঠন

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর হৃদয়গ্রাহী ও পবিত্র বাণীর আলোকে

মূল : মৌলবী দোস্ত মুহাম্মদ শাহেদ

অনুবাদ : মুহাম্মদ খলীলুর রহমান

ইসলামের যে সকল বুনিয়াদি বিষয় সম্বন্ধে সৈয়েদেনা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তাঁহার নিজ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞান এবং হৃদয়ে প্রতিফলিত তত্ত্ব-জ্ঞান মূলে আলোকপাত করিয়াছেন তন্মধ্যে প্রথমে নবুওয়াতের বিষয় এবং উহার পরে খেলাফতের বিষয় উল্লেখযোগ্য। প্রচুর পরিমাণে ওহী-ইলহাম লাভ এবং গায়েবের খবরাদি সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী হওয়ায় এই উম্মতের মধ্যে একমাত্র তিনিই নবী নামে আখ্যায়িত হওয়ার জন্য যেমন বিশেষ ব্যক্তিরূপে পরিদৃষ্ট হন, তেমনি উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সঠিক পথ প্রদর্শক হিসাবেও তাঁহার ব্যক্তিত্ব এক মর্যাদা সম্পন্ন এবং অদ্বিতীয় শানে সমুজ্জল। এইরূপ হওয়া এজন্যও প্রয়োজনীয় ছিল যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নির্দেশ : সুম্মা তাকুনুল খেলাফাতু আলা মিনহাজিন নবুওয়তে" (মেশকাত) অর্থাৎ 'ইহার পর নবুওয়াতের পথে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হইবে'—অনুযায়ী নবুওয়াতের তরিকায় খেলাফতের স্বর্ণযুগকে তাঁহারই পবিত্র যমানার সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) খেলাফত ও উহার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে এরূপ শানের সংগে আলোকপাত করিয়াছেন যে, এই সকল বিষয় দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। শুধু ইহাই নহে। তিনি ইসলামী জগতকে এই আজিমুশ্‌শান সুসংবাদ দিয়াছেন যে, ইসলামে খেলাফতের সিলসিলা এক চিরস্থায়ী ব্যবস্থা, যাহা কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে, ইনশাল্লাহ্।

উপরোক্ত বিষয়ের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর কতিপয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ও বাণী নমুনা হিসাবে নিম্নে বর্ণিত হইল। আল্লাহ্‌তা'লার নিকট দোয়া এই যে, তিনি যেন আমাদের সকলকে জীবনের শেষ নিঃশাস পর্যন্ত খেলাফতের সংগে সংযুক্ত থাকার তওফীক দান করেন এবং নিজ ফযল ও রহম দ্বারা সর্বদাই এই বরকতময় এবং আসমানী সংগঠনের আলোক, কল্যাণ, বরকত ও প্রভাব দ্বারা আলোকিত হওয়ার এবং উপকৃত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন। 'ওমা যালেকা আলাল্লাহে বে-আযীয' অর্থাৎ ইহা আল্লাহ্‌র জন্য মোটেই কঠিন নয়।

১। খলীফা শব্দের অর্থ ঃ

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলিয়াছেন : "খলীফার অর্থ হইল স্থলাভিষিক্ত, যিনি ধর্মের সংস্কার করেন এবং উহাকে সঞ্জীবিত করেন। নবীর যামানার পর যে অন্ধকার ঘনাইয়া

আসে, উহা দূর করার জন্য যাঁহারা তাঁহার জায়গায় আসেন, তাঁহাদিগকে খলীফা বলা হয়। (মলফুযাত, খণ্ড—৪, পৃষ্ঠা—৩৮৩)।

২। আল্লাহ্‌তা'লা খলীফা নির্বাচিত করেন ঃ

"সুফীগণ লিখিয়াছেন যে, শায়েখ অথবা রসূল ও নবীর পর যিনি খলীফা হওয়ার জন্য নির্ধারিত হন, খোদার তরফ হইতে সর্বপ্রথম তাঁহার হৃদয়ে সত্যকে ঢালিয়া দেওয়া হয়। রসূল অথবা মাশায়েখের ওফাতের পর পৃথিবীতে ভূমিকম্পের মত এক অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং উহা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সময় হইয়া থাকে। কিন্তু খোদাতা'লা খলীফার মাধ্যমে এই অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটান এবং এইভাবে খলীফার মাধ্যমে সমস্ত অবস্থা পুনরায় নূতনভাবে সংশোধিত হয় এবং দৃঢ়তা ফিরিয়া আসে।

আঁ-হযরত (সাঃ) কেন তাঁহার পর খলীফা নিয়োগ করিয়া যান নাই? ইহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এই ছিল যে, তিনি ভালভাবেই জানিতেন, আল্লাহ্‌তা'লা স্বয়ং খলীফা নিয়োগ করিবেন, কারণ ইহা খোদারই কাজ এবং খোদার নির্বাচন ত্রুটিমুক্ত। সুতরাং আল্লাহ্‌তা'লা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে এই কাজের জন্য খলীফা বানাইয়াছেন এবং সর্ব প্রথমে হক্ বা সত্যকে তাঁহারই হৃদয়ে ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এক ইলহামে আল্লাহ্‌তা'লা আমার নামও শায়েখ রাখিয়াছেন: 'আন্‌তাশ শায়েখল মসীহুল্লাযি লা ইউযায়ু ওয়াক্‌তুহু'—অর্থাৎ "তুমি শায়েখুল মসীহ যাহার সময় বৃথা যাইবে না। (মলফুযাত, খণ্ড—১০, পৃষ্ঠা ২৩০)।

৩। মোকামে খেলাফতের তাজাল্লিয়াত ঃ

...যখন তুমি এই মোকাম পর্যন্ত পৌঁছিবে তখন তুমি তোমার প্রচেষ্টাসমূহকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাইবে। এবং তুমি ফানার মোকামে উন্নীত হইবে। ঐ সময় তোমার আধ্যাত্মিক সাধনার বৃক্ষ আপন পূর্ণ পরিণতির সীমা পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইবে। তোমার আত্মার গ্রীবাদেশ পবিত্রতা ও বুযর্গীর সুকোমল ও সবুজ তৃণভূমি পর্যন্ত ঐ উষ্ট্রীর ন্যায় পৌঁছিয়া যাইবে যে উহার দীর্ঘ গ্রীবা একটি সবুজ বৃক্ষ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। অতঃপর মহামহিম এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌তা'লার প্রেরণাসমূহে সুরভি সম্ভার এবং তাজল্লিয়াত রহিয়াছে, যদ্দারা তিনি সেই সকল শিরা কাটিয়া দেন যেগুলি তাঁহার বাশারীয়াতের মধ্যে অবশিষ্ট থাকিয়া যায় এবং ইহার পর তাঁহাকে জীবন্ত করিয়া তোলা হয়; এবং সেই আত্মাকে স্থায়ীত্ব এবং নৈকট্য দান করা হয় যাহা আল্লাহ্‌তে শান্তি লাভ করিয়াছে এবং যাহা খোদার উপর সন্তুষ্ট এবং খোদা তাঁহার উপর সন্তুষ্ট এবং তিনি তাহাতে আত্মবিলীন। এইভাবে এই বান্দা দ্বিতীয় জীবন লাভ করিবার পর কল্যাণ (ফয়েয) প্রাপ্তির জন্য প্রস্তুত হইয়া যান, অতঃপর ইনসানে কামেলকে' মহামহিম আল্লাহ্‌ খেলাফতের ভূষণে ভূষিত করেন এবং ঐশী গুণাবলীর রঙে রঙ্গীন করেন। এই রঙ বিল্লীভাবে অর্থাৎ প্রতিবিম্বাকারে হইয়া থাকে, যেন মোকামে খেলাফত স্থিরতর হইয়া যায়। ইহার পর তিনি সৃষ্টির প্রতি অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে রূহানীয়াতের

দিকে আকর্ষণ করেন এবং যমীনের অন্ধকাররাশি হইতে বাহির করিয়া আসমানী আলোকের দিকে লইয়া যান। এই ইনসানে কামেলকে অতীতের নবী, সিদ্দীক, জ্ঞানী, সূক্ষ্মদর্শী নৈকট্যপ্রাপ্ত ও বেলায়েতের অধিকারী সূর্য সদৃশ ব্যক্তিদের উত্তরাধিকারী করা হয়। তাঁহাকে দান করা পূর্ববর্তীগণের জ্ঞান এবং অতীতের সূক্ষ্মদর্শী ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিগণের বিশেষ তত্ত্ব-জ্ঞান, যাহাতে তাঁহার জন্য 'মোকামে ওরাসাত' বা উত্তরাধিকারের মোকাম স্থিরতর হইয়া যায়। এই বান্দা (খলীফা) তাঁহার রবের ইচ্ছানুযায়ী বিশেষ সময়সীমা পর্যন্ত পৃথিবীতে অবস্থান করিয়া সৃষ্টিকে হেদায়াতের নূরে আলোকিত করেন অথবা পর্যাপ্ত পরিমাণে তবলীগের দায়িত্ব সম্পন্ন করেন, তাঁহার নাম পূর্ণ হইয়া যায় এবং তাঁহার রবের নিকট হইতে আহ্বান আসে এবং আত্মাকে আত্মিক কেন্দ্রের দিকে উঠাইয়া লওয়া হয়।"

(খোৎবায়ে ইলহামীয়া, পৃষ্ঠা : ৩৮-৪০)

৪। খেলাফতে সাহসীকতা ও সূক্ষ্ম দর্শিতার রূহ ফুকিয়া দেওয়া হয়ঃ

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আমার পিতা খলীফাতুর রসূল নিযুক্ত হওয়ার পর বেদ্বঈনদের এবং মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীকারকদের ক্রমাগত ফেৎনা ও বিদ্রোহ সৃষ্টির জন্য যে ভয়ানক বিপদাবলী উপস্থিত হইয়াছিল, এবং যে মর্মান্তিক দুঃখ হৃদয়ে পতিত হইয়াছিল, তাহা যদি কোন পাহাড়ের উপর পতিত হইত, তাহা হইলে উহা ধ্বসিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত এবং মাটির সংগে মিশিয়া যাইত। কিন্তু যেহেতু ইহা খোদার চিরন্তন নিয়ম যে, যখন খোদার রসূলের মৃত্যুর পর কোন ব্যক্তি খলীফা হন, তখন তাঁহার মধ্যে সাহসীকতা, হিম্মত ধৈর্য সূক্ষ্মদর্শিতা এবং দৃঢ় মনোবলের রূহ ফুঁকিয়া দেওয়া হয়, যেভাবে ইশায়ুর কেতাবে প্রথম অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোকে হযরত ইশায়ূকে আল্লাহ্‌তা'লা বলিয়াছেন : 'মজবুত হও,' অর্থাৎ মুসা তো মরিয়া গিয়াছে এখন তুমি মজবুত হইয়া যাও ; সেই প্রকারের আদেশই কাজা ও কদরের (নিয়তির) নিয়মেই হযরত আবুবকরের হৃদয়ে নাযেল হইয়াছিল, শরীয়াতের বলে নহে।"

(তোহফায়ে গোলড়বিয়া, পৃষ্ঠা—৫৮)।

৫। নবীগণের মিশনের পূর্ণতা খেলাফতের সহিত সম্পৃক্তঃ

"ইহা খোদাতা'লার সুন্নত বা চিরাচরিত বিধান এবং তিনি পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির সময় হইতে সর্বদা এই চিরাচরিত বিধান প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন যে, তিনি রসূলগণের সাহায্য করেন এবং তাঁহাদিগকে বিজয় দান করেন। কারণ খোদা বলিয়াছেন : 'কাতাবাল্লাহু লাআগলাবান্না আনা ওয়া রুসুলী' অর্থাৎ খোদাতা'লা এই বিধান করিয়াছেন যে তিনি এবং তাঁহার নবী 'গালেব' থাকিবেন। 'গালব' শব্দের অর্থ এই যে, রসূল ও নবীগণ যেরূপ ইচ্ছা করেন যে খোদার 'হুজ্জত' বা অকাট্য যুক্তি পৃথিবীতে যেন পূর্ণভাবে কায়েম হয় এবং কেহই যেন ইহার মোকাবেলা করিতে সক্ষম না হয়, সেইরূপ খোদাতা'লা প্রবল নিদর্শনসমূহ দ্বারা

নবীগণের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং যে সাধুতা তাঁহারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, খোদাতা'লা তাঁহার বীজ তাঁহাদের হস্তেই বপন করেন। কিন্তু তিনি ইহার পূর্ণতা তাঁহাদের হাত দ্বারা করান না, বরং এমন সময়ে তাঁহার ওফাত দেন যে, বাহ্যতঃ বিফলতার ভীতি পরিদৃষ্ট হয় এবং তিনি বিরুদ্ধবাদীদিগকে হাসি-ঠাট্টা ও নিন্দা-বিদ্রূপের সুযোগ দেন। যখন তাহারা হাসি-ঠাট্টা করিতে থাকে, তখন পুনরায় নিজ কুদরতের দ্বিতীয় হস্ত প্রদর্শন করেন এবং এইরূপ উপকরণ সৃষ্টি করিয়া দেন যেগুলির দ্বারা অসম্পূর্ণ উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ খোদাতা'লা দুই প্রকারের 'কুদরত' বা শক্তি ও মহিমা প্রকাশ করেন: (১) প্রধানতঃ নবীগণের মাধ্যমে তাঁহার শক্তির এক হস্ত প্রদর্শন করেন এবং (২) তারপর এমন সময় অপর হস্ত প্রদর্শন করেন যখন নবীর মৃত্যুর পর বহু বিপদাবলী উপস্থিত হয় এবং দুশমন শক্তি লাভ করিয়া মনে করিতে থাকে যে এই বার (নবীর) কার্য ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে এবং বিশ্বাস করে যে, এখন এই জামা'ত ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইবে এবং এমন কি জামা'তের লোকগণও উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়ে এবং কোন কোন দুর্ভাগা 'মুরতাদ' হইয়া যায়। তখন খোদাতা'লা পুনরায় তাঁহার মহাশক্তি প্রকাশ করেন এবং পতনোন্মুখ জামা'তকে রক্ষা করেন। সুতরাং যাহারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্যাবলম্বন করে, তাহারা খোদাতা'লার এই মোজেযা প্রত্যক্ষ করে, যেমন হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর সময় হইয়াছিল। তখন আঁ-হযরত (সাঃ) এর মৃত্যুকে এক প্রকার অকাল মৃত্যু মনে করা হইয়াছিল এবং বহু মরু নিবাসী অজ্ঞলোক মুরতাদ হইয়া গিয়াছিল এবং সাহাবাগণও শোকাভিভূত হইয়া উন্মাদের ন্যায় হইয়া গিয়াছিলেন। খোদাতা'লা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে দণ্ডায়মান করিয়া পুনর্বার তাঁহার শক্তি ও কুদরতের দৃশ্য প্রদর্শন করিয়া ইসলামকে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করেন এবং সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন, যাহা তিনি বলিয়াছিলেন: "লাইউ মাক্কেনান্না লাহুম দ্বীনাহুমুল্লাযির তাযা লাহুম ওয়ালা ইউবাদ্দে লান্নহুম মিম বাদে খাওফেহিম আম্‌না" অর্থাৎ ভয়ের পর আমি তাহাদিগকে আবার সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিব" (সূরা আন্‌নূর) হযরত মুসা (আঃ)-এর এর সময়েও এমনি হইয়াছিল। হযরত মুসা (আঃ)-এর প্রতিশ্রুতি অনুসারে বনি-ইস্রাঈলদিগকে গন্তব্য স্থানে উপনীত করিবার পূর্বেই মিশর হইতে কেনানের পথে মৃত্যু লাভ করিলে বনিইস্রাঈলগণের মধ্যে তাঁহার মৃত্যুতে শোক ও আর্তনাদ উপস্থিত হইয়াছিল। তৌরাতে উল্লেখ আছে যে, বনিইস্রাঈলগণ এই অকাল মৃত্যুতে শোকাতুর হইয়া এই আকস্মিক বিচ্ছেদের ফলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত ক্রন্দন করিতেছিল। এইরূপ ঘটনা হযরত ঈসা (আঃ)-এর সময়েও ঘটিয়াছিল। ক্রুশের ঘটনার সময় তাঁহার সকল শিষ্য বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং উহাদের মধ্যে একজন মুরতাদ হইয়া গিয়াছিল।"

('আল ওসীয়্যত' বাংলা অনুবাদ, পৃষ্ঠা ৫৭)

(৬) কুদরতে সানীয়া অর্থাৎ খেলাফতের শৃঙ্খল কেয়ামত পর্যন্ত ছিন্ন হইবে না:

"সুতরাং হে বন্ধুগণ, যেহেতু আদিকাল হইতে আল্লাহ্‌তা'লার এই বিধান রহিয়াছে যে, তিনি দুইটি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদীগণের দুইটি মিথ্যা উল্লাস ব্যর্থ করিয়া

দেখান। সুতরাং এখন সম্ভবপর হইতে পারে না যে, খোদাতা'লা তাঁহার চিরন্তন নিয়ম পরিহার করিবেন। তাই আমি তোমাদিগকে যে কথা বলিয়াছি তাহাতে তোমরা চিন্তাকুল হইও না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ তোমাদের পক্ষে দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং ইহার আগমন তোমাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ। কারণ উহা স্থায়ী। উহার ধারাবাহিক শৃঙ্খল কেয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইবে না।

সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসিতে পারে না। আমি যাওয়ার পর খোদা তোমাদের জন্য সেই 'দ্বিতীয় কুদরত' প্রেরণ করিবেন। তাহা চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকিবে। ইহাই খোদাতা'লা 'বারাহীনে আহ্‌মদীয়া' গ্রন্থে অঙ্গীকার করিয়াছেন। সেই প্রতিশ্রুতি আমার নিজের জন্য নহে, সেই প্রতিশ্রুতি তোমাদের জন্য। যেমন খোদা-তা'লা বলিতেছেন: "আমি তোমার অনুবর্তী এই জামা'তকে কেয়ামত পর্যন্ত অন্যের উপর প্রাধান্য দান করিব।" সুতরাং তোমাদের জন্য আমার বিচ্ছেদ-দিবস উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন যেন ইহার পর সেই দিবস আসিতে পারে, যাহার জন্য চির প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদের সেই খোদা প্রতিজ্ঞা পালনকারী, বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী। তিনি তোমাদিগকে সবকিছু দেখাইবেন, যাহা তিনি অঙ্গীকার করিয়াছেন। যদিও বর্তমান যুগ আখেরী যুগ এবং বহু বিপদাপদ আছে, যাহার আবির্ভাবের সময় এখন সমুপস্থিত, তথাপি এই পৃথিবী সেই সময় পর্যন্ত কখনো বিলুপ্ত হইবে না, যে পর্যন্ত সেই সমুদয় বিষয়ই পূর্ণ না হয়, যেগুলি সম্বন্ধে খোদা পূর্বাহ্নেই সংবাদ দিয়াছেন।" (আল ওসীয়্যত, বাংলা অনুবাদ, পৃষ্ঠা ৭-৮)।

(৭) দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশস্থল ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ঃ

"আমি খোদাতা'লার নিকট হইতে এক প্রকার কুদরত হিসাবে আবির্ভূত হইয়াছি। আমি খোদার জীবন্ত মূর্তিমান কুদরত। আমার পর আরো কতিপয় ব্যক্তি দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশস্থল হইবেন।" (আল ওসীয়্যত, পৃষ্ঠা — ৮)।

(৮) হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর সন্তানগণের মধ্য হইতে খলীফা হওয়ার সুস্পষ্ট সংবাদ ঃ

"আল্লাহ্‌র রহমত অবতীর্ণ হওয়ার দ্বিতীয় পদ্ধতি হইল নবী-রসূল, ইমাম ও খলীফাগণের প্রেরণ, যাহাতে তাঁহাদের অনুসরণ এবং হেদায়াত দ্বারা লোক সৎপথে পরিচালিত হয় এবং তাঁহাদের আদর্শের ভিত্তিতে নিজ নিজ চরিত্র গঠন করিয়া পরিত্রাণ বা নাযাত লাভ করিতে পারে। সুতরাং খোদাতা'লা চাহিয়াছেন যে, এই অধমের সন্তানদের মাধ্যমে যেন আল্লাহ্‌র রহমত নাযেল হওয়ার উল্লিখিত উভয় পদ্ধতি প্রকাশিত হয়।" ('সবুজ ইস্তাহার')।

(৯) নেযামে খেলাফতের চিরস্থায়ী প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ঃ

"স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে খলীফা বলে। এক রসূলের স্থলাভিষিক্ত প্রকৃত পক্ষে সেই ব্যক্তিই হইতে পারেন, যাঁহার মধ্যে যিল্লীভাবে অর্থাৎ প্রতিবিম্বাকারে রসূলের কামালিয়ত

সমূহ বিদ্যমান থাকে। এই জন্য রসূল করীম (সাঃ) অত্যাচারী বাদশাহ্‌র ক্ষেত্রে খলীফা শব্দের প্রয়োগ করা পসন্দ করেন নাই। কেননা খলীফা প্রকৃতপক্ষে রসূলের যিল্‌ বা প্রতিবিম্ব হইয়া থাকেন।"

বস্তুতঃ খলীফা রসূলের যিল্‌ বা প্রতিবিম্বঃ

"যেহেতু কোন মানুষকে চিরস্থায়ী জীবন দেওয়া হয় না, সেইজন্য খোদাতা'লা ইচ্ছা করিয়াছেন যে, নবীগণের সত্তাকে, যাহা পৃথিবীর সকল সত্তা অপেক্ষা অধিকতর মর্যাদাশীল এবং সর্বোত্তম, কেয়ামত পর্যন্ত সর্বদা প্রতিবিম্ব-স্বরূপ কায়েম রাখিবেন। এই উদ্দেশ্যে খোদাতা'লা খেলাফতের ব্যবস্থা করিয়াছেন, যেন দুনিয়া কখনও এবং কোন যুগে রেসালতের বরকত হইতে বঞ্চিত না হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি খেলাফতকে শুধু মাত্র ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ বলিয়া মনে করে সে নিজ অজ্ঞতাবশতঃ খেলাফতের মুখ্য উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করে এবং সে জানে না, খোদাতা'লার এই ইচ্ছা কখনই ছিল না যে, রসূল করীম (সাঃ)-এর ওফাতের পর ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত খলীফাগণের ভূষণে রেসালতের বরকতসমূহ কায়েম রাখা জরুরী ছিল এবং তাহার পর দুনিয়া ধ্বংস হইয়া যায় তো যাউক, তাহাতে কিছু যায় আসে না।··· অতএব এই হীন ধারণা খোদাতা'লার প্রতি আরোপ করা যে, এই উম্মতের জন্য শুধু ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত তাঁহার চিন্তা ছিল এবং পরে উহাকে সর্বকালের জন্য পথভ্রষ্টতার অন্ধকারের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং সেই আলোক, যাহা চিরকাল হইতে পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতের মধ্যে খেলাফতের মুকুরে প্রদর্শন করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা এই উম্মতের জন্য প্রদর্শন কথা তিনি পসন্দ করেন নাই! রহীম ও করীম খোদা সম্বন্ধে এই সকল কথা কি সুস্থ-বুদ্ধি সম্মত? কিছুতেই নহে। পুনঃ নিম্নোক্ত আয়াত ইমামগণের খেলাফত সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেঃ "ওয়া লাকাদ্‌ কাতাব্‌না ফিয্‌ যাবুরে মিন্‌ বা'দেয যিক্‌রে আন্নাল্‌ আরযা ইয়ারেসুহা ইবাদিয়াস্‌-সালেহুন।"

কেননা এই আয়াত পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করিতেছে যে, ইসলামী খেলাফত চিরস্থায়ী। কারণ 'ইয়ারেসুহা' শব্দটি স্থায়ীত্বের প্রতি নির্দেশ করিতেছে। ইহার কারণ এই যে (উত্তরাধিকারের) শেষ পালা যদি ফাসেকদের হয়, তবে যমীনের উত্তরাধিকারী তাহারই সাব্যস্ত হয়, সালেহ্‌গণ নহেন, কেননা সকলের উত্তরাধিকারী তাহারাই হয়, যাহারা সকলের পরে আগমন করে।" ('শাহাদাতুল কুরআন' পৃষ্ঠা – ৫৮)।

আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদেও ওয়া আলে মুহাম্মদ ওয়া আলা খোলাফায়ে মুহাম্মদ ওয়া বারেক ওয়া সাল্লেম ইন্নাকা হামিদুম মজীদ।

খোদ্দামের কথা

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

এই মর্মে স্থানীয় মজলিসের কায়েদ, জেলা কায়েদ ও বিভাগীয় কায়েদ সাহেবানের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, ৩০শে এপ্রিল / ১৯৮৯ ইং তারিখে পাক্ষিক আহ্‌মদীর খোদ্দামের পাতায় প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তাঁদেরকে স্ব স্ব মজলিসের (এবং অধীনস্থ মজলিসসমূহের) বিস্তারিত ঠিকানা প্রেরণের জন্যে অনুরোধ করা হয়েছিল। এছাড়াও জেলা ও বিভাগীয় কায়েদ সাহেবানকে লেখা ২০/৪/৮৯ ইং তারিখের এন এম তথ্য-৮০/৮৯/২৪৯ (১৫) পত্রের মাধ্যমেও একই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বিজ্ঞপ্তি এবং পত্রের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সাড়া না পাওয়াতে কার্যকরভাবে মজলিসের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় বিশেষ বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে।

তাই পুনরায় স্থানীয় কায়েদ, জেলা কায়েদ ও বিভাগীয় কায়েদ সাহেবদের মধ্যে যাঁরা এখনো তাঁদের সম্পূর্ণ ও বিস্তারিত ঠিকানা পাঠাননি তাঁদেরকে এই মর্মে অনুরোধ করা হচ্ছে যেন, তাঁরা আগামী ১৫ই জুন, ১৯৮৯ ইং তারিখের মধ্যেই বিনাব্যতিক্রমে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর বরাবরে নিজ নিজ মজলিস ও অধীনস্থ মজলিসগুলোর কায়েদ সাহেবানের নাম সহ বিস্তারিত ঠিকানা প্রেরণ করেন।

বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় ঠিকানা প্রেরণের ব্যাপারে নির্ধারিত সময়সীমা যাতে ক্রমেই অতিক্রান্ত না হয় (অর্থাৎ ১৫ই জুন, ১৯৮৯ ইং তারিখের মধ্যেই) সে বিষয়ে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেয়ার জন্যে সবিশেষ অনুরোধ করা হচ্ছে।

কে, এম, মাহমুদুল হাসান
ন্যাশনাল মোতামাদ

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার পঞ্চদশ বার্ষিক তালীম তরবিয়তী ক্লাশে যোগদানের আবেদন ঃ

এতদ্বারা ও আতফাল খোদ্দামগণকে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার উদ্দ্যোগে আগামী ২১শে জুলাই, ১৯৮৯ ইং রোজ শুক্রবার বাদ জুমআ হতে ৩০শে জুলাই, ১৯৮৯ ইং পর্যন্ত ১০ দিন ব্যাপী পঞ্চদশ বার্ষিক তালীম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাল্লাহ্‌। কেবল ৮ম শ্রেণী বা তদূর্ধ্বে অধ্যয়নরত ছাত্ররাই এই ক্লাশে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী ছাত্রের খাবার ও আনুষংগিক ব্যয় বাবদ ১০০/- (একশত) টাকা মাত্র ধার্য করা হয়েছে। ক্লাশে অংশ গ্রহণেচ্ছু অন্যান্য যোগ্যতা সম্পন্ন ও আগ্রহী কোন ছাত্র সম্পূর্ণ ফি দিতে অসমর্থ হলে, সামর্থানুযায়ী ফি জমা দিয়ে অবশ্যই কায়েদ ও অভিভাবকের যৌথ সুপারিশ পত্র সহ ক্লাশে অংশ গ্রহণ করতে পারবে।

উক্ত ক্লাশের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রত্যেক মজলিসের উপর ধার্যকৃত অনুদান আদায় ও তাহা যথারীতি কেন্দ্রে প্রেরণ এবং অধিক সংখ্যক খোদ্দাম ও আতফালকে ক্লাশে হাজির করানোর ব্যাপারে জোর প্রচেষ্টা চালানোর জন্য স্থানীয় কায়েদ সাহেবদেরকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে। এই ক্লাশের সার্বিক কামিয়াবীর জন্য আহ্‌মদী ভাই ও বোনদের নিকট পূর্ণ সহযোগিতা এবং দোয়ার আবেদন রইল।

কে, এম, মাহবুব-উল ইসলাম
চেয়ারম্যান, তালীম তরবীয়তি ক্লাশ কমিটি—'৮৯

আদরের কচি কচি ভাই ও বোনেরা,

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু। ঈদুল ফিতরের পরে তোমাদের কাছে এই প্রথম লিখছি। আশা করি তোমরা সকলে মঙ্গলমতই আছ।

২৭শে মে আহ্‌মদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের ইতিহাসে একটি স্বর্ণোজ্জ্বল দিন। আল্লাহ্‌তালার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক 'খেলাফত আলা মিন হাজিন নবুওয়াত' এর পদ্ধতিতে এই দিন প্রকৃত খেলাফতে আহ্‌মদীয়া ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়, যার প্রথম খলীফা হলেন আলহাজ্জ হেকিম নূরুদ্দীন সাহেব (রাঃ)। এই খেলাফতের এখন চতুর্থ পর্যায় চলছে, যার কাণ্ডারী হলেন হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)। এই খেলাফতের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে ইসলাম প্রচার ও পুনর্বাসনের কাজ পূর্ণ দ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। শতাব্দীর এই ক্রান্তিলগ্নে— আহ্‌মদীয়া মুসলিম শতবার্ষিকীর প্রেক্ষাপটে খেলাফত আমাদের কাছ থেকে পূর্ণ আনুগত্য এবং সহযোগিতার দাবী রাখে। তাই আজ আস, খেলাফতের মহান অস্তিত্ব ও গৌরবকে সমুন্নত ও অক্ষুন্ন রাখার জন্যে আমরা আমাদের জান, মাল, ইজ্জত কুরবানী করার জন্যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হই। আল্লাহ্‌ আমাদের অঙ্গীকার পালনে সাহায্য করুন। আমীন।

আজকের আয়োজনে তোমাদের জন্যে থাকছে দক্ষিণ মৌড়াইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া নিবাসী ভাই জয়নাল আবেদীন (বাবুল) এর কতিপয় প্রশ্নের উত্তর ঃ

প্রশ্ন ঃ ইমাম মাহ্‌দী শব্দের অর্থ কি?

উত্তর ঃ ইমাম অর্থ নেতা আর মাহ্‌দী শব্দের অর্থ হেদায়াত-প্রাপ্ত এবং হেদায়াত-দাতা। তাই ইমাম মাহ্‌দী দ্বারা হেদায়াত-প্রাপ্ত এবং হেদায়াত-দাতাদের নেতা বুঝায়।

প্র ঃ হযরত ইমাম মাহ্‌দী কোথায়, কিভাবে ওহী লাভ করেন?

উ ঃ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) ১৮৮২ সনে কাদিয়ানে মা'মুর (প্রত্যাদিষ্ট) হওয়ার প্রথম ইলহাম -- তুমি বল, নিশ্চয় আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মো'মেনগণের মধ্যে প্রথম--লাভ করেন।

প্র ঃ মসজিদের উপর পায়খানা রাখা হাদীসে কোন উল্লেখিত আছে?

উ ঃ নিষেধ নেই।

প্র ঃ মেয়েদের কোন তিনটি নামায পড়া নিষেধ?

উ ঃ স্বাভাবিক অবস্থাতে কোন নামায পড়ায় নিষেধ নেই। তবে হায়েয নেফাসের দিনগুলোতে নিষেধ আছে।

প্র ঃ আমরা তারাবীহ্‌ নামায আট রাকায়াত পড়ি কেন?

উ ঃ বুখারী শরীফের কিতাবুস সালাতে (নামায অধ্যায়ে) উল্লেখ রয়েছে যে আঁ-হযরত (সাঃ) রাত্রের নামায এগার রাকায়াত পড়তেন। অর্থাৎ ৮ রাকায়াত তাহাজ্জুদ এবং ৩ রাকায়াত বেতর। রমযান মাসেও তিনি এরকম করতেন। পরবর্তীকালে হযরত উমর (রাঃ) এই নামায সন্ধ্যারাত্রে পড়ার ব্যবস্থা করেন। তাই এর নাম হয় তারাবীহ্‌ অর্থাৎ আরামের নামায। তাছাড়া এ যমানার হাকেম ও আদেল হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)ও আমাদেরকে ৮ রাকায়াত পড়া শিখিয়েছেন।

বিজ্ঞপ্তি

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আই:)-এর অনুমোদনক্রমে জানানো যাচ্ছে যে বাংলা দেশ মুসলিম জামা'তে আহ্‌মদীয়ার ১০ম মজলিসে শূরা ইনশাল্লাহ্ আগামী ২, ৩ এবং ৪ঠা জুন '১৯৮৯ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। যেহেতু এবারের শূরাতে ন্যাশনাল আমীরেরও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সেজন্য প্রত্যেক প্রেসিডেন্ট ও আমীর সাহেবকে অবশ্যই শূরায় আসতে হবে। ভোটের ব্যাপারে কোন প্রতিনিধিত্ব চলবে না।

নিম্নে এবারকার শূরার প্রস্তাবাবলী দেয়া হল।

ওবায়দুর রহমান ভূইয়া
সেক্রেটারী
শূরা কমিটি—১৯৮৯

প্রস্তাবাবলী	প্রস্তাবক
১। অন্নহীনকে অন্ন দাও	কুকুয়া—খাকদান জামা'ত
২। স্থানীয় জামা'তে মক্‌তব ও মোয়াল্লেম/মোয়াল্লেমার প্রয়োজন	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামা'ত
৩। স্থানীয় জামা'তের গ্রান্ট বৃদ্ধি	খুলনা জামা'ত
৪। বড় জামা'তের হালকাগুলিকে ভাগ করিয়া ছোট নতুন জামা'ত তৈরী	উথলী জামা'ত
৫। প্রেসিডেন্ট-এর কার্যাবলীতে অন্যদের হস্তক্ষেপ, নেযামের খেলাফ কাজ ও বিশৃংখলা দূরীকরণে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি নিয়োগ	মোমেনশাহী জামা'ত
৬। ডিভিশনাল আমীর ও জিলা আমীরের পদ সৃষ্টি করা	বাংলাদেশ আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়া
৭। অধুনা লব্ধ কেসেট ও উহার প্রচার এবং সাম্প্রতিক কালে সৃষ্টি বৈরিতা ও উহার প্রতিকার	হুযুর আকদাস (আই:)
৮। মতভেদ দূরীকরণে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ও জ্ঞানসম্পন্ন কমিটি নিয়োগ	,,
৯। ন্যাশনাল কারিকুলাম ও জামা'তের স্কুল ও শিক্ষাবিদদের দায়িত্ব	কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার বাস্তবায়িত প্রস্তাবে বা: আ: আ: এর ভূমিকা
১০। আন্তর্জাতিক মজলিসে শূরার জন্য প্রস্তাব ও মুমায়েন্দা প্রেরণ	বা: আ: আ:
১১। আহ্‌মদী পত্রিকার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা	জনাব নাজির আহ্‌মদ ভূইয়া

"পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী আসিয়াছে, কিন্তু পৃথিবী তাহাকে গ্রহণ করে নাই। কিন্তু খোদা তাহাকে গ্রহণ করিবেন এবং মহাপরাক্রমশালী আক্রমণসমূহ দ্বারা তাহার সত্যতা প্রকাশিত করিবেন।" [ইলহাম—হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:)]

সংবাদ

প্রফেসর সালাম সারা মুসলিম বিশ্বের সেরা সম্পদ

— জনাব আই, এইচ, খোকর
পাক রাষ্ট্রদূত

"প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী প্রফেসর আবদুস সালামকে তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। গত ১৮ই মে বৃহস্পতিবার সকালে মিরপুরের দারুস সালামে আন্তর্জাতিক পরিবেশ সমীক্ষা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইন্সটিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলে প্রেসিডেন্ট সরাসরি প্রফেসর সালামের কাছে চলে যান। এরপর প্রেসিডেন্ট প্রফেসর সালামের সাথে উষ্ণ করমর্দন এবং ঐতিহ্যবাহী ইসলামী কায়দায় কোলাকুলি করেন। তিনি তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নেন এবং কুশল বিনিময় করেন। প্রেসিডেন্ট এরশাদ বয়োবৃদ্ধ নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী প্রফেসর সালামকে সম্মানের সাথে ধরে ভিত্তিপ্রস্তর সম্বলিত স্তম্ভের কাছে নিয়ে আসেন। প্রেসিডেন্ট প্রথমে আনুষ্ঠানিকভাবে ভিত্তি প্রস্তরের আবরণ উন্মোচন করেন। এরপর তিনি প্রফেসর সালামের হাত ধরে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে তাঁরও সাহায্য নেন। তুমুল করতালির মধ্যে এ অনুষ্ঠান শেষ হয়। এরপরে মুনাজাত করা হয়।

সংক্ষিপ্ত পাঁচ মিনিটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান শেষে প্রেসিডেন্ট এরশাদ তাঁর গাড়ীতে প্রফেসর সালামকে পাশে বসিয়ে তেজগাঁও আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র অভিমুখে রওয়ানা দেন।

মুসলিম উম্মাহর সকলের

প্রেসিডেন্ট এরশাদ যখন প্রফেসর সালামের সাথে কুশল বিনিময় করছিলেন, তখন ঢাকাস্থ পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত আই, এইচ, খোকর সারাক্ষণ প্রফেসর সালামের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। প্রেসিডেন্ট এরশাদ এরই এক পর্যায়ে সহাস্যে রাষ্ট্রদূত খোকরকে বলেন, কি ব্যাপার? আপনি কি ভেবেছেন প্রফেসর সালামকে আমরা বাংলাদেশে রেখে দেব। সে-জন্যেই সব সময় তাঁর পাশে পাশে রয়েছেন?

রাষ্ট্রদূত খোকর সবিনয়ে উত্তর দেন: প্রফেসর সালাম পাকিস্তানী নাগরিক হলেও, তিনি সারা বিশ্বের সম্পদ। সবচেয়ে বড় কথা তিনি সারা মুসলিম উম্মাহর সেরা সম্পদ। তাই আমাদের একার নয়।

রাষ্ট্রদূতের এ কথায় প্রেসিডেন্ট ও উপস্থিত অন্য সবাই উচ্চঃস্বরে হেসে ওঠেন।"

সৌজন্যে: দৈনিক জনতা ১৯শে মে, ১৯৮৯

প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

গত ৫ই এপ্রিল, ১৯৮৯ইং তারিখে দৈনিক 'মিল্লাত' পত্রিকায় প্রকাশিত 'কাদিয়ানীরা অমুসলিম ও কাফের' শীর্ষক সংবাদের প্রতি বাংলাদেশ আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়ার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। উক্ত সংবাদে বলা হয়েছে 'রাবেতা আলমে ইসলামী মক্কা আল মোকাররমা'র ফেকাহ পরিষদ কাদিয়ানীদের অমুসলিম ও কাফের ঘোষণা করেছে এবং সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা দিয়ে এদেরকে মোকাবেলা করার জন্য বিশ্ব মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।' সংবাদে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'কাদিয়ানীরা ফরাসী ভাষায় পঠিত কুরআন শরীফের বিকৃতি ব্যাখ্যা করে বিনা মূল্যে আফ্রিকার বিভিন্ন এলাকায় বিতরণ করছে, — কাদিয়ানীরা তাদের মনগড়া মতাদর্শ প্রচার করে ইসলামের বিরোধিতা করছে। তারা কুরআনের অপব্যাখ্যা করে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী একজন নবী এবং তার নিকট ওহী আসতো, তিনিই ওয়াদাকৃত মসীহ্‌।··· তারা দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় জার্মানী, ইংরেজী ও কুরিয়ান ভাষায় কুরআনের বিকৃতি ইংরেজী অনুবাদ ছাপিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করছে'।

বাংলাদেশ আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়া উক্ত সংবাদের তীব্র প্রতিবাদ করছে এবং এর জবাবে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিচ্ছে :

যেহেতু আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত আল্লাহ্‌তা'লা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এই জামা'তের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে অযৌক্তিক ও উদ্দেশ্যে প্রণোদিততাবে এবং পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ ও হাদীসের পরিপন্থী উক্ত সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শেষ যুগের প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী। আল্লাহ্‌তা'লার নির্দেশে তিনি ১৮৮৯ সনের ২৩শে মার্চ ইসলামে আহ্‌মদীয়া আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেন। তৎকালীন বৃটিশ ভারতে খৃষ্ট ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ যেভাবে ইসলামের উপর আক্রমণ করেন, তার মোকাবেলায় তিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও সৌন্দর্য প্রকাশ করে আরবী, পার্শী ও উর্দু ভাষায় ৮৮খানা অমূল্য ইসলামী গ্রন্থ রচনা করেন। ফলে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীরা চরমভাবে পর্যুদস্ত হয়ে যায়।

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) তাঁর 'আইয়ামুস সুলেহ' পুস্তকে বলেন 'যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম তাঁহার রসূল ও খাতামান্নাবীঈন। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য এবং

আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন, এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লেখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি যে, যে ব্যাক্তি এই ইসলামী শরীয়াত হইতে বিন্দুমাত্র কম করে অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ-করণের ভিত্তি স্থাপন করে সে ব্যক্তি বেঈমান এবং ইসলাম বিরোধী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" এর উপর ঈমান লইয়া মরে।"

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) তাঁর 'কিশতীয়ে নূহ' পুস্তকে বলেন—'মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম-সন্তানের জন্য বর্তমানে মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ভিন্ন কোন রসূল ও শাফায়াতকারী নাই। অতএব, তোমরা সেই মহান গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না"।

তিনি 'আইয়ামুস সুলেহ' পুস্তকে আরো বলেন—"যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, প্রকাশ্যে আমাদের এই অঙ্গীকার থাকা সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?"

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন — নিশ্চয়ই আমরা এই যিক্‌রকে (কুরআনকে) অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয়ই আমরা ইহাকে রক্ষা করিব", (সূরা আল-হিজর ২য় রুকূ)

আহ্‌মদী মুসলমানগণ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্‌তা'লার উপরোক্ত ওয়াদানুসারে কোন মানুষ কুরআনকে বিকৃতি করে প্রচার করতে পারে না। কারণ আল্লাহ্‌তা'লা কোন মানুষকে ধোকা দেয়ার সুযোগ দিবেন না।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন — "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তা'লার নামে কথা জাল করে অথবা তাঁহার নির্দেশ ও নির্দেশাবলীকে মিথ্যা বলে, তাহার অপেক্ষা বড় যালেম কি আছে? নিশ্চয় এরূপ যালেম কখনও কৃতকার্য হয় না।" (সূরা আনআম, ৩য় রুকূ)

১৮৮৯ থেকে ১৯৮৯ সন পর্যন্ত এই একশত বছরে ১২০টি দেশে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রসারিত হয়েছে। হাজার হাজার মিশন, মসজিদ, স্কুল-কলেজ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে ইসলামের খেদমত করে যাচ্ছে। এই জামা'ত আল্লাহ্‌তা'লার তরফ থেকে যদি প্রতিষ্ঠা না হতো, তাহলে এত বিপুল সফলতা ও সাফল্য অর্জন সম্ভব হতো না। কোন ভণ্ড বা মিথ্যা জামা'ত আল্লাহ্‌তা'লার নামে এরকম করতে পারে না।

মোহাম্মদ আবদুল জলিল
এডিশন্যাল সেক্রেটারী ইসলাহ ও ইরশাদ
(সংশোধন ও প্রচার)

খেলাফত দিবস পালিত

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তা'লার প্রতিশ্রুতি ও হাদীসে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শেষ যুগে ইসলামে দ্বিতীয় পর্যায়ে খেলাফত প্রতিষ্ঠা হওয়ার কথা।

আল্লাহ্‌তা'লার ওয়াদা ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী "সুম্মা তাকুনু খেলাফত আলা মিন হাজেন নবুওয়াত (আহমদ, বায়হাকী) মোতাবেক ১৯০৮ সনের ২৬শে মে হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (১৮৩৫—১৯০৮) ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মাওউদ (আঃ) এর ইন্তেকালের পর ২৭শে মে, ১৯০৮ সনে ইসলামে দ্বিতীয় পর্যায়ে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়া সহ বাংলাদেশের প্রায় ৯০টি শাখা জামা'তে বিশ্বের আরো ১২০টি দেশের ন্যায়, যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে দিবসটি উদযাপন করে।

২৭শে মে, ১৯৮৯ বাংলাদেশ আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়া, ৪নং বকশী বাজার রোডস্থ দারুত তবলীগে এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়ার ন্যাশনাল আমীর মোহতারম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী।

সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, আল্লাহ্‌তা'লার খাস ফযল যে, এ যুগে আল্লাহ্‌তা'লা ইসলামকে রক্ষা করার জন্য ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মর্যাদাকে বিশ্বের দরবারে গৌরবান্বিত করার জন্য তিনি হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-কে পাঠিয়েছেন, কারণ উনবিংশ শতকে ইসলামের উপর খৃষ্টান জগৎ যেভাবে আক্রমণ করছিল, সেই মহা সঙ্কটের দিনে আল্লাহ্‌-তা'লা তাঁকে প্রেরণ না করলে হয়তো আজ জগতের এবং এদেশের জনগণ খৃষ্টানে পরিণত হতো। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) আল্লাহ্‌তা'লার নির্দেশে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত সকল দায়ত্বাবলী সম্পন্ন করে ইসলামকে শত্রুদের হাত হতে রক্ষা করেন এবং হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ -এর মাহাত্ম্য, সৌন্দর্য ও আদর্শকে জগতের সামনে সফলভাবে তুলে ধরেন। তিনি (হযরত ইমাম মাহ্‌দী-আঃ) আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে আরবী' পার্শী ও উর্দু ভাষায় মহামূল্যবান ৮৮খানা ইসলামী গ্রন্থ রচনা করেন।

জনাব মোস্তফা আলী আরো বলেন, ইসলামে যে খেলাফতের ধারাবাহিকতার কথা আল্লাহ্‌তা'লা ওয়াদা করেছেন, ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) আবির্ভাবের ভিত্তিতে তাহা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এই খেলাফতের ব্যবস্থাধীনে আজ সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন ঢাকা আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়ার আমীর, মোহতরম মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, সদর মুরব্বী মাওলানা আবদুল আওয়াল খান চৌধুরী, জনাব মকবুল আহ্‌মদ খান ও জনাব ওবায়দুর রহমান ভুইয়া প্রমুখ বিশিষ্ট বক্তাগণ।

মকবুল আহমদ খান
আহ্বায়ক, প্রেস কমিটি

কৃতী ছাত্র

তারেক আহ্‌মদ শামীম ১৯৮৮ সনের প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষায় চরসুহরী প্রাথমিক বিদ্যালয়, গলাচিপা পটুয়াখালী থেকে দ্বিতীয় গ্রেডে বৃত্তি পেয়েছে। সে খাকদান জামা'তের জনাব আবদুল বারেক, প্রধান শিক্ষক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাই স্কুল-এর পুত্র। শামীম সকলের দোয়া প্রার্থী।

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন

শোক সংবাদ

আহ্‌মদনগর জামা'তের প্রবীন মুখলেস আহ্‌মদী মোসাম্মাৎ আপিছা খাতুন দীর্ঘদিন পক্ষাঘাত রোগ ভোগের পর গত ৯ই কার্তিক/৯৫ দিবাগত রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না···রাজেউন) মৃত্যুকালে মরহুমার বয়স হয়েছিল প্রায় ৭০ বৎসর।

মরহুমা বৃটিশ আমলে আগরতলায় থাকাকালীন সময়ে আহ্‌মদীয়া জামা'তে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর আহ্‌মদীয়া জামা'তে দীক্ষা গ্রহণের জন্য তাঁকে তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও ও ভাইদের অনেক মারপিট ও অত্যাচার সহ্য করতে হয়। পরবর্তীতে তিনি আহ্‌মদনগর হিজরত করেন।

মরহুমা মৃত্যুকালে ১ ছেলে ৩ মেয়ে ও ২০জন নাতি নাতনী রেখে যান। মরহুমার আত্মার মাগফেরাতের জন্য সকল আহ্‌মদী ভাই ও বোনদের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

আরেকা বেগম

সম্পাদকীয় অবশিষ্টাংশ ৩৫-এর পাতার পর

ক্রমে আমরা আমাদের প্রাণ, সম্পদ, সময় এবং মান-সম্ভ্রম সবকিছু উৎসর্গ করতে সদা প্রস্তুত থাকবো ইনশাল্লাহ্‌।

ইসলামের দুরবস্থার কথা আজকাল অনেকেই স্বীকার করেন। ইসলামের পুনর্জাগরণের জন্যে ব্যক্তি, জাতি ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ চালানো হচ্ছে। কিন্তু আশানুরূপ ফল হচ্ছে না! কারণ ঐশী ব্যবস্থাকে পরিহার করে শুধু মানবীয় প্রচেষ্টায় দীনে ইলাহীর সেবা করা সম্ভব নয়। আগেই বলেছি, যথা সময়ে আল্লাহ্‌তা'লা স্বীয় অঙ্গীকার অনুযায়ী নেযামে খেলাফত কায়েম করেছেন ইসলামের পুনর্বাসন এবং পুনর্জাগরণ তথা বিশ্ববিজয়ের লক্ষ্যে। আপাতঃ দৃষ্টিতে এ প্রতিষ্ঠানটি দুর্বল বলে মনে হলেও নিভৃতে ইহা অসাধ্য সাধন করে চলেছে। বাস্তবতার নিরিখে তা প্রমাণিত। সুতরাং যারা আজও এই মহান খেলাফতের নেয়ামতকে চিনতে পারেন নি তাদেরকে আমরা এই মহান দিনে আহ্বান জানাচ্ছি, আসুন এই ঐশী খেলাফতের রজ্জুকে আঁকড়িয়ে ধরুন এবং আল্লাহ্‌তা'লার পরিকল্পনানুযায়ী ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের অগ্রযাত্রার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে নিন এবং খেলাফতের কল্যাণে অবগাহন করে দু'জাহানের সুখ ও শান্তির উত্তরাধিকারী হউন, আল্লাহ্‌তা'লা সকলকে তওফিক দান করুন।

সম্পাদকীয়

খেলাফত দিবসের ডাক

আমরা প্রকৃতির দিকে তাকালে দেখতে পাই, আল্লাহ্‌তা'লা বস্তুর কদর বা মর্যাদা অনুযায়ী তার হেফাযত বা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। মানুষও তাই করে থাকে। এক টুকরো স্বর্ণের সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চয়ই একটা বেগুনের অবস্থার ন্যায় নয়। তাঁর শ্রেষ্ঠ ও মনোনীত শেষ-ধর্ম ইসলামের হেফাযতের জন্যে আল্লাহ্‌তা'লা প্রতিশ্রুতি দান করেছেন (১৫ : ১০)। ইসলাম যদিও শ্রেষ্ঠ ধর্ম সেজন্যে কোথাও একথা বলা নেই যে, এর মধ্যে বিকৃতি বা অবক্ষয় আসবে না কখনও বরং যেখানে হেফাযতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে সেখানে পরোক্ষভাবে এ কথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, ইসলামের দুর্দিনও কোন এক সময় আসবে। কুরআন এবং হাদীস পাঠে একথা আমাদের নিকট স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। প্রকৃত কথা এই যে, ইসলামের বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে ইহাও একটা যে, দুর্দিনে ইহার হেফাযতের ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু অন্যান্য ধর্মের বেলায় এ প্রতিশ্রুতি নেই। কেননা ওগুলো পরিপূর্ণ ধর্ম ছিল না। সময়ের চাহিদা মিটিয়ে ওগুলো কালের স্রোতে বিলীন হয়েছে।

আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে ইসলামের ক্রমোন্নতি, অবনতি এবং হেফাযতের এক নক্‌শা বর্ণনা করেছেন। অত্র সংখ্যায় হাদীসের কলামে এ প্রসঙ্গে একটা হাদীসের উল্লেখ করা হয়েছে। বুযুর্গানে দীন ইসলামের এই চরম অধঃপতনের যুগ হিসেবে ত্রয়োদশ হিজরী শতাব্দীর শেষ প্রান্তকে চিহ্নিত করেছেন। বাস্তবতাও সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। আল্লাহ্‌তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যথাসময়ে সে হেফাযত-ব্যবস্থা—খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াতের পদ্ধতিতে—কায়েম হয়েছে হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে। ২৬শে মে তাঁর ইন্তেকাল হয় এবং ২৭শে মে তারিখে এই মহান ব্যবস্থার শুভ সূচনা হয় হযরত হেকিম নূরুদ্দীন সাহেব (রাঃ)-এর খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠানের মাধ্যমে।

এই খেলাফতের প্রতিশ্রুতির পিছনে যেমন মোমেন এবং সৎকর্ম করার শর্ত যুক্ত রয়েছে (২৪ : ৫৬) তেমনি খেলাফতের সুষ্ঠু পরিচালনা এবং এর থেকে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ লাভ করার জন্যে এর কিছু চাহিদাও রয়েছে। আর তা হ'ল এর মান্যকারীদের নিকট থেকে নিঃশর্ত আনুগত্য এবং এর হেফাযতের জন্যে বংশপরাম্পরায় চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে সদা প্রবহমান রাখা। এই খেলাফত দিবসের প্রাক্কালে তাই আসুন আমরা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে আরও সচেতন হই এবং নিজেদের অঙ্গীকারকে ঝালিয়ে নিই—খেলাফতের হেফাযতের জন্যে বংশানু-

(অবশিষ্টাংশ ৩৪ এর পাতায় দেখুন)

আহ্‌মদীয়া জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ্‌" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীঅত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থা[illegible] যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"
অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনিঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the proprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka- 1211
Phone No. 501379, 502295

[redacted]

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মকবুল আহমদ খান   Editor : Moqbul Ahmad Khan